RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৭, সংখ্যা: ৩, কোচবিহার, শুক্রবার, ১০ ফেব্রুয়ারি - ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 27, Issue: 3, Cooch Behar, Friday, 10 February - 23 February, 2023, Pages: 8, **Rs. 3**

চলছে বীর চিলা রায়ের মূর্তি নির্মাণের কাজ

পার্থ নিয়োগী ঃ গত বছর বীর চিলারায়ের ৫১২ তম জন্মদিন উপলক্ষে সিদ্ধেশ্বরীতে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানে গ্রেটার নেতা অনন্ত রায় কে পাশে রেখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে বীর চিলা রায় কে সম্মান জানিয়ে তাঁর ১৫ ফুট উচ্চতার একটি মূর্তি করা হবে। কোচবিহার শহরে পূর্ব দিক থেকে প্রবেশের মুখে চকচকা গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্ন্তগত চেকপোস্ট এলাকায় এই মূর্তি বসান হবে বলে ঠিক হয়। এই নিয়ে কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান পূর্বোত্তর কে জানান ‘ চেকপোস্ট এলাকায় ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে বীর চিলা রায়ের মূর্তি নির্মানের কাজ। খুব দ্রুত এই কাজ চলছে বলে জানাবার পাশাপাশি তিনি বলেন শহরের দুই প্রধান প্রবেশ পথ খাগড়াবাড়ি তে হেরিটিজ ওয়েলকাম গেট এবং চেকপোস্টে বীর চিলারায়ের মূর্তির কাজ প্রায় একই সময় শেষ হবে।

এই প্রসঙ্গে চকচকা অঞ্চল তৃনমূল যুব কংগ্রেসের সহ সভাপতি শুভংকর দেবনাথ বলেন ‘ প্রথমে আমরা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেই। তিনি যে কথা দিয়ে তা দ্রুত পালন করে তাঁর প্রমান এই বীর চিলারায়ের মূর্তির কাজ। একইসাথে কোচবিহারের ঐতিহ্যের প্রতি যে তিনি শ্রদ্ধাশীল সেটাও তাঁর এই কাজের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ পেল।

পালিত হল ৫ দিনের রাসমেলা মধুপুরধামে

বিশেষ সংবাদদাতা: গত ২৬ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি কোচবিহার মধুপুরধামে অনুষ্ঠিত হল পাঁচদিনের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা। গত দুবছর করোনা অতিমারির কারণে মানুষ সেভাবে রাসমেলায় অংশ নিতে পারেনি। কিন্তু এবার সেই বাধা নিষেধ না থাকায় ৫ দিনই মেলায় লক্ষ করা গেল মানুষের জনসমাবেশ। বৈষ্ণব ধর্মগুরু শ্রীশ্রীশংকরদেব ও তাঁর সহযোগী মাধবদেবের স্মৃতিবিজরিত এই মধুপুরধামের মন্দিরের প্রথম পূজারি ছিলেন ‘বুড়িরপো গোবিন্দ আৎই’। তিনি দেহ করেন এই মধুপুরেই। আর প্রয়াণের বাৎসরিক তিথি স্মরণে সে সময় থেকেই প্রতি বছর মাঘ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি থেকে চতুর্থ তিথি পর্যন্ত শ্রীশ্রীশংকরদেব ও মাধবদেবের কীর্তন ও পূজার্চনার রীতি চলে আসছে। যা বজায় আছে এখনও। আর এই উপলক্ষে প্রতিবছর

সরস্বতী পুজোর দিন থেকে ৫ দিনের রাসমেলা বসে।

কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মানুষের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী রাজ্য অসম থেকে বিপুল পরিমাণ মানুষ আসে এই মেলা থেকে। ‘বুড়িরপো গোবিন্দ আৎই’ এর প্রয়াণের বাৎসরিক তিথি স্মরণে মেলা শুরুর আগে গত ২৩ জানুয়ারি থেকে শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে এবছরের কীর্তন ও পুজো শুরু হয়। অসম সরকারের পর্যটন দপ্তর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এদিন অসমের ধুবড়ি জেলা প্রশাসনের একাধিক কর্তা এই উপলক্ষে মধুপুরধামে উপস্থিত ছিলেন। এবারের মেলায় প্রতিবারের মত ছিল রাসচক্র, নাগরদোলা থেকে শুরু করে হরেক রকমের নাগরদোলা। বিশেষ করে সন্ধ্যে হতেই মানুষের ঢল নামে প্রতিদিন এই মেলায়। মেলা উপলক্ষে মন্দির চত্বরে কোচবিহার জেলা পুলিশের তরফে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়।

সংস্কার হচ্ছে ভবানীগঞ্জ বাজারের মাছ ও সবজি বাজার

বিশেষ সংবাদদাতা: কোচবিহার শহরের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বাজার ভবানীগঞ্জ বাজার। এই বাজারে রয়েছে প্রচুর দোকানপাট এবং মাছ ও সবজি বাজার প্রতিদিন এই বাজারে কোচবিহার শহরসহ নানা প্রান্ত থেকে মানুষ আসেন বাজার করতে বিশেষত মাছ ও সবজি বাজারে। বহুদিন আগে এই বাজারটিতে বসানো হয়েছিল পেভারস ব্লক। তবে এখন পেভারস ব্লক নানান জায়গায় উঠে গিয়ে সেখানে জমছে জল আর তাতেই বাড়ছে বিপত্তি। বৃষ্টি পড়লেই ফাঁকা জায়গাগুলোতে জমছে জল বাজার করতে আসা গ্রাহকদের জামাকাপড় জলের ছিটে লেগে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর এই ভোগান্তি থেকে বাঁচতে অনেক গ্রাহকই এখন আর এই বাজারে আসতে চাইছেন না।

তবে এবার এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চলেছে কোচবিহারবাসী। কোচবিহার মিউনিসিপালিটি চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, খুব শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে ভবানীগঞ্জ বাজারের মাছ ও ও সবজি বাজারের রাস্তা সংস্কারের কাজ। মাছ ও সবজি বাজারের রাস্তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ ছিল ব্যবসায়ীদেরও। এই বাজারে বাজার করতে আসা গ্রাহকদের কথা মাথায় রেখে আশা করছি আগামী মার্চ মাস ২০২৩ এর মধ্যে এই রাস্তার কাজ শুরু করা যাবে। ইতিমধ্যেই কাজের এস্টিমেট হয়ে গিয়েছে টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হলে ওয়ার্ক অর্ডার হাতে পেলেই রাস্তার কাজ শুরু হয়ে যাবে জানা গিয়েছে। এই রাস্তা সংস্কারের কাজে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা খরচা হবে। স্বভাবতই রাস্তা সংস্কারের কাজের খবর শুনে খুশি বাজারের ব্যবসায়ী সহ বাজার করতে আসা গ্রাহকেরা।

দিনহাটায় অনুষ্ঠিত হল ঐতিহ্যবাহী মহামায়ার পুজো

পার্থ নিয়োগী: গত ৩০ জানুয়ারি দিনহাটায় অনুষ্ঠিত হল শতাব্দী প্রাচীন মা মহামায়ার পুজো । আজ থেকে প্রায় ১৩৩ বছর আগে এই পুজো শুরু হয়। এই পুজোকে কেন্দ্র করে নানা লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি লোকশ্রুতি যে গল্পটি নিয়ে তা হল ১৮৮৫ সাল নাগাদ কোচবিহারের তৎকালীন মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ এর আমলে ডুয়ার্সের জয়ন্তী থেকে বাংলাদেশের লালমণিরহাট পর্যন্ত রেললাইন পাতার কাজ চলছিল। সেই কাজ চলার সময় রেললাইন পাতার কাজ করতে থাকা শ্রমিকরা যখন পাথর ভাঙ্গার কাজ করছিল। তখন তারা দেবীর অবয়ব আঁকা একটি প্রস্তরখন্ড দেখতে পায়। এরপর ঐ শ্রমিকরা প্রস্তরখন্ডটিকে অনেক চেষ্টা করে তুলতে পারলেন না। পরে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্বপ্নাদেশ পেয়ে ঐ জায়গায় মহামায়া মন্দিরটি গড়ে তোলেন। এরপর ১৮৯০ সালে প্রস্তরখন্ডটিকে দেবী মহামায়ারুপে পুজো শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আর তারপর থেকে মা মহামায়ার পুজো উপলক্ষে শুরু হয় উন্মাদনা। দেশভাগের আগে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও প্রচুর ভক্তসমাগম হত এই পুজোয়। তবে আজও দিনহাটার মানুষের মধ্যে ঠিক আগের মত একই উন্মাদনা বজায় আছে। বছরে মা মহামায়ার পুজোর এই দিনটার দিকে তাকিয়ে থাকে দিনহাটাবাসী। এবছরও প্রায় ৭ হাজার মানুষ অঞ্জলি দিতে এসেছিল। গত ৩০ জানুয়ারি সকালে অভিষেক বাড়ি আনয়নের পর সকাল ১১ টায় পুজো শুরু হয়। দুপুর আড়াইটা থেকে হোমযজ্ঞ এবং ভোগ নিবেদন করা হয়। অঞ্জলি দেবার পাশাপাশি প্রচুর মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

জমির খতিয়ান ও বাড়ির দলিলে নিয়োগ কেলেঙ্কারির পঙ্কজ বর্মণের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় রহস্য দানা বাঁধছে

কোচবিহার: কোচবিহার শহরের দক্ষিণ খাগড়াবাড়ি ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ফাঁকা পড়ে থাকা তিনতলা বাড়ি ও খালি জমি নিয়ে পোস্টার পড়ায় এমনিতেই রহস্য ছড়িয়েছে। তার ওপর বাড়ির সঙ্গে নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে শিরোনামে আসা পঙ্কজ বর্মণের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় রহস্য বেড়েছে আরও কয়েকগুণ। এই অবস্থায় বাড়ির ও জায়গার মালিকানার দাবিদার হিসেবে নতুন নাম উঠে আসায় বর্তমানে বাড়িটির মালিক কে, তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

বাড়িটিতে যে খতিয়ান নম্বর রয়েছে তা অনলাইনে জমির তথ্য অ্যাপে দিলে তাতে পঙ্কজ ও পায়েল বর্মণের নাম উঠে আসছে। জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কারের দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জমির খতিয়ান যার নামে থাকে জমির মালিকও সাধারণত তিনিই হন। কিন্তু ৩১ জানুয়ারি কোচবিহার শহরের কলাবাগান এলাকার বাসিন্দা আকতার হোসেন (দুলাল) দাবি করেন, বাড়িটির মালিক বর্তমানে তিনি। বিধুরঞ্জন রায় ও রামকুমার বর্মণ নামে দুই প্রাথমিক শিক্ষকের কাছ থেকে তিনি এই বাড়িটি কিনেছেন। তাঁর দাবি গত ২১ ডিসেম্বর তাঁর বৌদি পারভিন লায়লা ও স্ত্রী রোজিনা ইয়াসমিনের এই বাড়ি ও জমি রেজিস্ট্রার হেয়েছে।

৩০ জানুয়ারি রাত সাড়ে আটটা নাগাদ দক্ষিণ খাগড়াবাড়ি ক্লাব সংলগ্ন ঐ বাড়িটিতে ১৫-২০জন যুবক এসে কিছু পোস্টার সেঁটে দিয়ে যায়। পোস্টারে লেখা ছিল বিশেষ ঘোষণা ও সতর্কীকরণ বার্তা, এই বাড়ি ও ফাঁকা জায়গা কোনভাবেই বিক্রয় করা যাবে না। শুধু তাই নয় এই বয়ানের নীচে লেখা ছিল প্রতারিত যুবকবৃন্দ। এই ঘটনায় ঐ রাতেই এলাকায় হৈচৈ পড়ে যায়। ঐ বাড়ির লাগোয়া বাসিন্দা অরুণাভ বর্মণ দাবি করেন ঐ বাড়িটি তাঁর মামা ও মামীর নামে ছিল। মামা মারা যাওয়ার পর বছর তিনেক আগে মামি বাড়িটি পঙ্কজ ও পায়েল বর্মণের কাছে বিক্রি করে চলে যান। পরে তিনি জানতে পারেন, সেই বাড়ি পঙ্কজ বর্মণের বাবা দীনবন্ধু বর্মণ ও তাঁর স্ত্রী পায়েল রায় মিলে বাড়িটির নথিপত্র বিধুরঞ্জন রায় ও রামকুমার বর্মণের নামে দানপত্র করে দিয়েছেন। গত অক্টোবরে এই দানপত্রের কাজ হয়।

এদিকে প্রশ্ন উঠেছে, বাড়িটি যদি কয়েকমাস আগে বিধুরঞ্জন রায় ও রামকুমার বর্মণের নামে দানপত্র করে দেওয়া হয় তাহলে এতদিনে জমির অ্যাপে তাঁদের নাম কেন দেখাচ্ছে না। তাঁরা বাড়ি আখতার হোসেনকে বিক্রিই বা করলেন কি করে।

ভয়াবহ ভূমিকম্পে তুরস্ক ও সিরিয়ায় মৃতের সংখ্যা ছাড়াল ১১ হাজার

উদ্ধার ও ত্রাণে ভারতের মিশন “অপারেশন দোস্ত”

৬ ফেব্রুয়ারি ভোর ৪ টে ১৭ মিনিট নাগাদ ভয়াবহ ভূমিকম্পে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে তুরস্ক ও সিরিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের এই ভয়াবহতার মাত্রা রেকর্ড হয় ৭.৮। ৬ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় সময় রাত একটায় পাওয়া খবর অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ২,৭০০। শুধু তাই নয় গত ২৪ ঘণ্টায় তিনবার কেঁপে উঠেছে ঐ এলাকা। আফটার শকের তীব্রতাও কিছু কম ছিল না। কয়েক মিনিট পরে হওয়া আফটার শকের তীব্রতা রিখটার স্কেলে রেকর্ড হয় ৬.৭। এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের খারমানমারাসের গাজিয়ানতেপ শহরের কাছে ১৭.৯ কিলোমিটার গভীর ভূগর্ভে। এদিন সন্ধ্যায় হওয়ায় দ্বিতীয় আফটার শকের মাত্রা ছিল ৬.০। এরপর কেটে গিয়েছে প্রায় তিনটে দিন ও রাত। এই কনকনে ঠাণ্ডায় খোলা আকাশের নীচে রাত কাটছে তুর্কীদের। ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পাওয়া সর্বশেষ খবর অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে প্রায় ১১,০০০। অবশেষে বোধহয় হু-এর করা ভবিষ্যৎবাণী সত্যিই হতে চলেছে। উল্লেখ্য, ভূমিকম্পের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে ৬ ফেব্রুয়ারি হু আশঙ্কা প্রকাশ করে যে মৃতের সংখ্যা হয়তো ৩২,০০০ ছাড়িয়ে যাবে। ইতিমধ্যে তুরস্ক ও সিরিয়ার ভূমিকম্প বিধ্বস্তে এলাকায় উদ্ধারকার্যে পৌঁছে গিয়েছে ভারত, রাশিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ অত্যন্ত অর্ধশতাধিক দেশ। এমনকি যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেনেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

ভারত বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত তুরস্কে এক ভারতীয় ব্যবসায়ী নিখোঁজ হয়েছেন এবং অত্যন্ত দশজন ভারতীয় সেখানে আটকে পড়েছেন। ৮ ফেব্রুয়ারি সাংবাদিক বৈঠকে তুরস্কের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র সঞ্জয় বর্মা বলেন, আটকে পড়া ভারতীয়দের সাহায্য করতে আমরা তুরস্কের আদানায় একটি কন্ট্রোল রুম খুলেছি। তিনি বলেন, দশজন ভারতীয় নিরাপদে আছে বলে খবর পেয়েছি।

তুরস্ক ও সিরিয়ার বিপর্যয়ের দিনে তার পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত। ভূমিকম্পের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই কেন্দ্র শুরু করেছে ‘অপারেশন’ দোস্ত। ইতিমধ্যে ৮ ফেব্রুয়ারি উদ্ধারকারি দল ও ত্রাণ সাহায্যকারিদের নিয়ে ভারতীয় বায়ুসেনার চতুর্থ সি-১৭ বিমানটি তুরস্কে পৌঁছায়। এদিন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর টুইটারে জানান, ভারত অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারি দল সহ একটি ফিল্ড হাসপাতাল, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও মেডিসিন পাঠিয়েছে। শুধু একবার নয়, দফায় দফায় পাঠানো হচ্ছে।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী ৬ ফেব্রুয়ারি ভূমিকম্পে শুরু হওয়া মৃত্যু মিছিল যেন থামতেই চাইছে না তুরস্ক ও সিরিয়ায়। ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জখমের সংখ্যা ছাড়িয়েছে প্রায় ৫০,০০০-এরও বেশি। নিখোঁজ যে কত সেই হিসাব এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এক কথায় বলা যায় তুরস্ক ও সিরিয়া মিলিয়ে কম করে হলেও প্রায় আড়াই কোটি মানুষ চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কঠিন এই পরিস্থিতিতে উদ্ধার কাজকে আরও কঠিন করে তুলছে সেখানকার হিমশীতল তাপমাত্রা।

এদিকে ইস্তানবুলের তুর্কি সাংবাদিক ইব্রাহিম হাসকোলোলু জানিয়েছেন, এখনও বহু মানুষ ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে আছেন। তুরস্কের দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগের এক আধিকারিক জানান, এখনও পর্যন্ত প্রায় ২,০০০টি বাড়ি ভেঙ্গে পড়েছে এবং ১১,০০০ হাজারেরও বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। সংখ্যাটা পরে আরও অনেকটাই বাড়বে। উদ্ধার ও ত্রাণের জন্য ইতিমধ্যে প্রায় ২৫ হাজার কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে।

ক্ষয়ক্ষতির দিক থেকে পিছিয়ে নেই সিরিয়াও। ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে সেখানেও। সিরিয়ার সাংস্কৃতিক মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী আলেপ্পা, হামা এবং তারতুস প্রদেশের বেশ কিছু ঐতিহাসিক ভবন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

১৯৩৯ সালের পর তুরস্কে এত বড় ভূমিকম্প হয়নি। এর আগে ১৮৮২ সালের ১৩ আগস্ট আরেকটি তীব্র ভূমিকম্প হয়েছিল। রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল ৭.৪। মৃত্যু হয়েছিল প্রায় সাত হাজারেরও বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে “ইস্ট আস্তেলিয়ান ফল্ট”। যা ঐ এলাকাটিকে বিপদজ্জনকভাবে ভূমিকম্পপ্রবণ করে তুলেছে।

স্কুলে দেখা নেই শিক্ষকদের

দিদির দূত কর্মসূচিতে পৌঁছে উদ্বেগ প্রকাশ পার্থপ্রতিম রায়ের

নিউজ ডেস্ক: সকাল ১১টা বেজে গেলেও স্কুলে নেই শিক্ষকদের দেখা। দিদির দূত কর্মসূচিতে দিনহাটার বসগিরের ধাম এপি স্কুলে পৌঁছে এমনই দৃশ্য দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। স্কুলে কোনো

শিক্ষককে না পেয়ে এসআইকে অভিযোগ জানান পার্থপ্রতিম প্রায়।

পার্থ প্রতিম রায় বলেন, দিদির দূত কর্মসূচিতে তিনি ওই স্কুলে গিয়েছিলেন শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলার জন্য, কিন্তু স্কুলে গিয়ে দেখতে পান ১১টা পার হয়ে গেলেও স্কুলে ছাত্র থাকলেও স্কুলের চারজন শিক্ষকের মধ্যে একজন শিক্ষকও উপস্থিত নেই। তিনি বলেন, গ্রামের বাসিন্দারাও অভিযোগ করছেন প্রতিদিন একই অবস্থা। প্রতিদিন শিক্ষকরা দেরিতে স্কুলে আসে।

লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে বাজেটে গুরুত্ব বেড়েছে মধ্যবিত্ত ও প্রান্তিক শ্রেণির

মোদি সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদের শেষ পুর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষের বাজেটে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে মধ্যবিত্ত ও প্রান্তিক শ্রেণি। ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে এই দুই শ্রেণির জন্য প্রকল্পের ডালি সাজিয়েছেন সীতারমণ। আবাসন, স্বাস্থ্য, পানীয়জল সহ পরিকাঠামোয় বরাদ্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি আয়কর ও ক্ষুদ্রসঞ্চয় প্রকল্পে একাধিক সুবিধার কথা ঘোষণা করেছেন। সর্বস্তরের গ্রহণযোগ্য বাজেট হয়েছে দাবি করে অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

আয়কর কাঠামোয় সীতারমণ যে ধরনের বদলের প্রস্তাব করেছেন তাতে সুবিধা পাবেন মধ্যবিত্ত, চাকুরিজীবী, পেনশনভোগী, সুদনির্ভর শ্রেণি। উল্লেখ্য, গত কয়েকবছরে স্বল্পসঞ্চয়ে ক্রমহ্রাসমান সুদের হার নিয়ে এই শ্রেণির মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। ব্যক্তিগত আয়করের নতুন কাঠামোয় ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয় করমুক্ত হওয়ায় চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। প্রবীণ নাগরিক ও মহিলাদের জন্য একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও নতুন প্রকল্প চালুর প্রস্তাব আছে সীতারমণের বাজেটে। এই সবগুলির ক্ষেত্রে সুদের হার ৭ শতাংশের ওপরে রাখা হয়েছে। জনমুখী প্রকল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ পেয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা। এতে ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষের জন্য ৭৯,৯৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যেখানে গত বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ৪৮ হাজার কোটি টাকা। পানীয় জল ও আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পেও বরাদ্দ বেড়েছে। পানীয় জল প্রকল্পে খরচ ধরা হয়েছে ৭০ হাজার কোটি টাকা। এতে প্রায় ২০কোটি পরিবার উপকৃত হবে। গত বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ৬০ হাজার কোটি টাকা। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে ৬,৪৪৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৭,২০০কোটি টাকা। তপশীলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়নে ১৫ হাজার কোটি টাকার পিএমপিভিটিজি প্রকল্প ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী।

এইসব ছাড়াও ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষের বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে কৃষি। কৃষি ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে ৮৪,২১৪ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। কৃষক পরিবারগুলির জন্য পিএম কিষাণে বরাদ্দ হয়েছে ৬০ হাজার কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী জানান, এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পে ১১.৪ কোটি কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ২.২ লক্ষ কোটি টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে।

পোস্টার ঘিরে রাজনৈতিক তরজা কোচবিহারে

বিশেষ সংবাদদাতা: বাংলার লজ্জা মমতা ব্যানার্জি। এমনই পোস্টার লক্ষ্য করা গেল কোচবিহার জেলা বিজেপির কার্যালয় সংলগ্ন এলাকার একাধিক রাস্তায়। একদিকে যেমন বাংলা লজ্জা মমতা ব্যানার্জি লেখা রয়েছে ওই পোস্টারে তেমনি ওই পোস্টারে বিভিন্ন মনীষীদের ছবি উল্লেখ করে লেখা রয়েছে বাংলার গর্ব সেই মনীষীদের নাম। ওই পোস্টারের নিচেই লেখা রয়েছে আপনাদের সেবক অজয় সাহা, সম্পাদক বিজেপি কোচবিহার জেলা কমিটি।

ইতিমধ্যেই কোচবিহার শহরের একাধিক স্থানে এই পোস্টার এখানে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। একাধিক পোস্টারে যেমন বাংলার লজ্জা মমতা লেখা হয়েছে তেমনি বাংলার গর্ব ক্ষুদিরাম বসু, বাংলা গর্ব বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ বিভিন্ন মনীষীদের নাম উল্লেখ

করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে বাংলার গর্ব মমতার এই ট্যাগ লাইনকে সামনে রেখে রাজ্য জুড়ে প্রচার চালানো হয়। এবার সেই ট্যাগ লাইনকেই পাল্টা কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বাংলার লজ্জা মমতা ট্যাগ লাইনকে ব্যবহার করে ময়দানে বিজেপি। বিজেপির কোচবিহার জেলা কমিটির সম্পাদক অজয় সাহা জানান, প্রকৃত অর্থে বাংলার গর্ব যদি কেউ হয়ে থাকে তাহলে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ক্ষুদিরাম বোস এরাই বাংলার প্রকৃত গর্ব। আর সেই বাংলার সুনামকে কেউ যদি নষ্ট করে থাকে তার নাম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও বিজেপির এই কটাক্ষের পাল্টা জবাব দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, বিজেপি একটা পাগল ছাগলের দল। দেশের লজ্জা নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপি। আর তাকেই ঢাকার জন্য অন্যকে টেনে নিয়ে আসা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। স্বাভাবিকভাবেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কোচবিহারে আবারো নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে।

পর্যটন ভিত্তিক অর্থনীতিকে নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে রাজ আমলের পাতলা খাওয়া বনাঞ্চল

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: গন্ডারের মাধ্যমে আবার নতুন করে জেলার পর্যটন ভিত্তিক অর্থনীতিকে নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে রাজ আমলের পাতলা খাওয়া বনাঞ্চল একটা একটা সময় এই বনাঞ্চলে নিয়মিত শিকারে আসতেন কোচবিহারের মহারাজারা। শোনা যায় সেই সময় হলিউডের কোন সিনেমার শুটিং হয়েছিল এই বনাঞ্চলে। একটা সময় পাতলাখাওয়া বনাঞ্চল ছিল জলদাপাড়া বনাঞ্চলের এক অংশ কিন্তু তোর্ষা নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে ও নির্বিচারে গাছ কেটে ফেলায় পাতলাখাওয়া বনাঞ্চল জলদাপাড়া অভয়ারণ্য থেকে আলাদা হয়ে যায়। তারপর থেকে কৌলিন্য হারাতে শুরু করে এই অরণ্য বাম আমলে রসোমতী ঝিলকে ঘিরে ঘটা করে এক পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু সঠিক পরিকল্পনা ও দেখভালের অভাবে আজ আগাছায় পরিণত হয়েছে। এরপর তৃণমূল সরকার এলে তৎকালীন বনমন্ত্রী ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন পাতলা খাওয়া বনাঞ্চলে গন্ডারের খাবারের জন্য। তৃণভূমি কটেজ ও ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণের জন্য প্রকল্পটির কাজ অনেকটা এগিয়েও ছিল কিন্তু কোভিডের কারণে থমকে যায়। তবে বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আবার প্রকল্পটি চালু উদ্যোগ নিয়ে ইতিমধ্যেই তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। এই নিয়ে বনমন্ত্রী জানান, গন্ডারের পর লেপার্ড হরিণ সব এখানে ছাড়া হবে। একই

সাথে গরুমারা, জলদাপাড়া, পাতলাখাওয়া নিয়ে একটি পর্যটন সার্কিট করা হবে। রাজ্য সরকারের এই প্রয়াসে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা এমনই একজন হলেন আব্দুর রহমান। তার কথায় পাতলাখাওয়া পর্যটন কেন্দ্রটি নতুন করে চালু হলে শিক্ষিত যুবকরা টুরিস্ট গাইডের কাজ করতে পারবে। আর রিসোর্ট তৈরি হলে স্থানীয় মানুষদের সেখানে মিলবে কাজের সুযোগ পাতলাখাওয়ার। খুব কাছেই জলদাপাড়া অভয়ারণ্য অনেকে পাতলাখাওয়া ঘুরতে আসতে চাইলেও রিসোর্ট এর অভাবে আসতে পারে না। কিন্তু পাতলাখাওয়ায় সেই রিসোর্ট হলে সেই সমস্যাও মিটবে। পাতলাখাওয়া থেকে কোচবিহারের দূরত্ব মাত্র ১৫ কিলোমিটার। ফলে পাতলাখাওয়ায় থাকলে এখানকার ইকো ট্যুরিজমের পাশাপাশি কোচবিহার শহরে এসে হেরিটেজ জায়গাগুলি ঘুরে যেতে পারবেন পর্যটকরা

ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় একই রাতে তিনটি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন পাঁচজন

ঘন কুয়াশার কারণে ২৭ জানুয়ারি রাতে জলপাইগুড়ির এলেনবাড়িতে বরযাত্রীদের একটি ছোট গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে চারজন মারা যান। অবশ্য বরাতজোরে বেঁচে যান একই গাড়িতে থাকা নবদম্পতি। ঐ রাতেই পুন্ডিবাড়ির থানার অন্তর্গত বাহান্নঘর বাজার সংলগ্ন এলাকায় একটি বালি বোঝাই ট্রাক ও কন্টেনারের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এই রাতেই কুয়াশার কারণে শীতলকুচি ব্লকের বড়কৈমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর নলগ্রামে বরযাত্রী বোঝাই গাড়ি পুকুরে পড়ে গেলে চালক সহ তিনজন গুরুতর আহত হন।

শিলিগুড়ির দেবীডাঙ্গার বাসিন্দা তথা সদ্য বিবাহিত রাকেশ এক্কা জানান, ২৭ জানুয়ারি রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ বিয়ে শেষে সাতজন বরযাত্রীদের নিয়ে নয় আসনের একটি গাড়িতে তাঁরা আংরাভাষা বস্তিতে পাত্রীর বাড়ি থেকে শিলিগুড়ির দেবীডাঙ্গার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। গাড়িটি চালাচ্ছিলেন ২৩ বছরের সাহিল। প্রায় ফাঁকা ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে এগিয়ে চলা গাড়িটি এলেনবাড়ি পুলিশ আউটপোস্ট ও রেলের ওভারব্রিজ পেরিয়ে একটি তীক্ষ্ণ বাঁকের মুখে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছোট রুংডুং সেতুর গার্ড ওয়ালে ধাক্কা মেরে নদীর চরে উল্টে পড়ে যায়। রাত দেড়টা নাগাদ ঘটা এই দুর্ঘটনায় নববিবাহিত দম্পতি ও তিনজন রক্ষা পেলেও মোট চারজনের মৃত্যু হয়।

বরযাত্রীদের অন্য গাড়িতে করে আহতদের ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তুহিনশুভ্র কোনার দক্ষিণ ২৪ পরগনার জ্যোতিষপুরের বাসিন্দা তিলক মণ্ডল (৩৪), ও শিলিগুড়ির বাসিন্দা শুক্লা কুন্ডুকে (৫৫) মৃত বলে ঘোষণা করেন। গুরুতর জখম কলকাতার বাসিন্দা সুশান্ত জয়ধর (৩৪) ও গাড়ির চালক সাহিলকে চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁরা মারা যান। এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে কালিম্পং জেলার রিয়াং থানার অন্তর্গত মংপং পুলিশের একটি দল গভীর রাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

অন্যদিকে পুন্ডিবাড়ি থানার অন্তর্গত বাহান্নঘর বাজার সংলগ্ন এলাকায় একটি বালির ট্রাক ও কন্টেনারের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনার পর পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে কন্টেনারের চালককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে পুন্ডিবাড়ির বন্ধ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অজয় কুমার (৩২) নামের ঐ ব্যক্তি হিমাচল প্রদেশের বাসিন্দা ছিলেন। তদন্ত কারীদের অনুমান ঘন কুয়াশার জেরেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

এদিকে ২৭ জানুয়ারির ঐ অভিশপ্ত রাতেই কুয়াশার কারণে শীতলকুচি ব্লকের বড়কৈমারি গ্রামপঞ্চায়েতের উত্তর নলগ্রামে বরযাত্রী বোঝাই একটি গাড়ি পুকুরে পড়ে গেলে চালকসহ তিনজন গুরুতর আহত হন। গাড়ির চালক মিলন মিয়াঁ ও পাত্রের বোন নার্গিস পারভিন। কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অপর একজন মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ভালো পরিষেবা দিতে এমজেএন হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের তৈরি হচ্ছে নতুন ভবন

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে আরো একধাপ এগোলো কোচবিহারে স্বাস্থ্য পরিষেবা। ইতিমধ্যেই কোচবিহার এমজেএন কলেজ ও হাসপাতালে গড়ে উঠেছে ট্রমা সেন্টার। এবার প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয় করে ৫০ আসনের কোভিড হাসপাতাল নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট কাম প্রিন্সিপাল রাজিব প্রসাদ জানান, নতুন ভবনটি নির্মাণ হলে হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ পরিচালনার কাজ করতে অনেকটাই সুবিধা হবে। বর্তমানে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে জায়গার অভাব রয়েছে। এটি মেডিকেল কলেজ হওয়ার দরুন বিভিন্ন সময় ফ্যাকাল্টিদের বসার জায়গা অভাব হয়ে ওঠে, তাছাড়াও বেডের অভাব রয়েছে। এই নতুন ভবনটি হয়ে গেলে অপারেশন থিয়েটার সহ ইমারজেন্সি মেডিকেল পরিষেবা মানুষকে দিতে আরো সুবিধা হবে। তিনি আরো বলেন, ভবনটি সম্পূর্ণ হাতে পেলে আরো কিভাবে এই ভবনটিকে ব্যবহার করা যায় সেদিকে নজর থাকবে। প্রায় আটচল্লিশ হাজার স্কয়ার ফিটের এই নতুন ভবনটি চারতলা হবে আগামী ২০২৪ এ মার্চ এর মধ্যেই এই ভবনটির কাজ সম্পন্ন হবে বলে জানা গিয়েছে।

কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে শুরু হতে চলেছে বিমান পরিষেবা

কোচবিহার: দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে শুরু হতে চলেছে বিমান পরিষেবা। উড়ান স্কিমের মাধ্যমে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে এই বিমান পরিষেবা চালু হতে চলেছে। আজ কোচবিহার বিমানবন্দর পরিদর্শনের পর এই ঘোষণা করলেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। কোচবিহার থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে জামশেদপুর, জামশেদপুর থেকে ভুবনেশ্বর এই রুটে চলবে বিমান পরিষেবা। সপ্তাহে সাতদিন বিমান পরিষেবা চালু থাকবে।

আর্থিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে স্নাকোত্তরের বাংলায় প্রথম মহিষবাথানের সুব্রত

কোচবিহার: কোচবিহার পঞ্চাননবর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের স্নাকোত্তরের প্রথম হলেন মহিষবাথানের সুব্রত দাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তাঁর হাতে সোনার মেডেল তুলে দেন উপাচার্য ডঃ দেব কুমার মুখোপাধ্যায়। চূড়ান্ত আর্থিক প্রতিকূলতা ও অসুস্থতা নিয়ে লড়াইয়ের পর সুব্রত-র সাফল্যে উচ্ছ্বসিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

কোচবিহার শহর সংলগ্ন খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিষবাথানের ডুমুরতলা এলাকায় বাড়ি সুব্রতর। ছোটবেলা থেকেই আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যে বেড়ে উঠেছে সুব্রত। প্রথমে রাজারহাট বিদ্যাভবন হাইস্কুল ও পরে এবিএনশীল কলেজে পড়াশোনার পর কোচবিহার পঞ্চাননবর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা নিয়ে ভর্তি হন সুব্রত। সেখানেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন তিনি।

সুব্রতর বাড়িতে রয়েছেন বাবা, মা ও দাদা। বাবা ব্রজেন্দ্র দাস রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। কয়েকমাস আগে কয়েক মাস বাইক দুর্ঘটনায় আহত হওয়ায় তিনি কাজ করার ক্ষমতা হারিয়েছেন। দাদা দেবব্রত টিউশন ও ফটোকপির দোকান চালিয়ে কোনমতে সংসার চালান। এই আর্থিক অনটনের পাশাপাশি সুব্রতর আরেকটি প্রতিবন্ধকতা হল তাঁর শারীরিক অসুস্থতা। লিভারের গুরুতর সমস্যা রয়েছে তাঁর। নিয়মিত চিকিৎসা চলে। এই অসুস্থতার জন্য তাঁর পড়াশোনাতেও ব্যাঘাত ঘটে। তবে সব বাধা দূর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে সেরার শিরোপা দখল করে নিয়েছে সুব্রত। তাঁর কথায়, পড়াশোনার জন্য আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়। ভবিষ্যতে বাংলা ভাষা নিয়ে তাঁর গবেষণা করার ইচ্ছে আছে। সুব্রত বলেন, আন্তর্জাতিক স্তরে তিনি বাংলা ভাষাকে আরও বেশি করে তুলে ধরতে চান।

ফ্রাঙ্ক ওরেল ডে পালন করল জেলা ক্রীড়া সংস্থা

বিশেষ সংবাদদাতা: ৯৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস এবং ৪৩ তম ফ্রাঙ্ক ওরেল ডে পালন করল সিএবি গত ৩ ফেব্রুয়ারি। ইডেন গার্ডেনে সিএবি-এর সদর দপ্তরে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন জেলা ক্রীড়া সংস্থাও এই দিনকে স্মরণ করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। এর অন্যতম ছিল কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা। কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফে কোচবিহার স্টেডিয়ামে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। মোট ২২ জন কোচবিহারে রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে জমা দেওয়া হয়। রক্তদাতাদের এবার বাংলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারির সই করা শংসাপত্র দেওয়া হয়।

সম্পাদকীয়

আসুন নাটক দেখি

হ্যা আজও রাজনগর কোচবিহারে আছে প্রচুর প্রতিভাবান নাটক অন্ত প্রাণ শিল্পীর। চিরদীপা বিশ্বাস, মৃদস্মিতা বসু, দেবলীনা বিশ্বাস এমনই কিছু উদাহরণ। অশ্রুমান দাশগুপ্ত, নীরজ বিশ্বাস, ষষ্ঠী ভৌমিক এর কোচবিহারে শীত এলে আজও অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন সংস্থার নাট্যোৎসব। বিনে পয়সায় প্রবেশাধিকার হলেও দর্শকের আজ বড্ড অভাব। আধুনিকতার প্রভাব ছুয়েছে এখানকার মানুষের মাঝে। কি হবে গিয়ে নাটক দেখে ? তারচেয়ে ভাল বরং টিভি, ওটিটি প্লাটফর্মে আয়েস করে শুয়ে-বসে বিনোদনে মন দেওয়া। একবার ভাবুন আধুনিক গেজেটের প্রোলভনকে সরিয়ে এই প্রজন্মের ছেলে মেয়েরারা যদি নাটক নিয়ে নিজেদের ডুবিয়ে রেখে বাচিয়ে রাখে আমাদের ঐতিহ্যের নাটককে। তবে তাদের উৎসাহ দেওয়াটা কি আমাদের কর্তব্য নয় ? এই প্রজন্ম মানেই কিন্তু পুরোন সংস্কৃতিকে হারিয়ে ফেলা প্রজন্ম নয়। এই প্রজন্ম মানে নবরুপে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বাচিয়ে রাখা এক প্রজন্ম। তাই আসুন আমরা দেখতে যাই ওদের নাটক । বেশি করে উৎসাহ দেই ওদের। কারণ ওদের মধ্যেই এগিয়ে যাবে আমাদের ঐতিহ্যের নাটক।

কবিতা

নবীন

....পামেলা রায়

চারিদিকে ধু ধু দিগন্ত বিস্তৃত শূন্যতা.....
এখনো অনেক পথ বাকি আছে জীবনের,
যারা চলে যাবার তারা চলে গেছে মায়া ত্যাগে,
আর যাদের হারানোর তারা হারিয়েছে স্বেচ্ছায়।
দিন ও বছর যাওয়া - আসার কোন তফাৎ মানে না,
কতদিন আরো চলতে হবে জানিনা!
কারণ সন্ধ্যে 'পরে বাড়ি ফিরতে হবে!
সত্য কথা এখন আর কেউ বলতে পারে না,
সত্যের তেজে আমরা জ্বলে পুড়ে যাই।
এখানে কি দিবানা আছে, তা অপ্রকাশিত,
শুধু তফাৎ রঙ্গ মঞ্চের পটভূমিতে চরিত্রের রদবদল,
বাকি সব একই নিয়মে আবর্তিত।
প্রকৃতি ঋতুর মাধ্যমে আনে পরিবর্তন, যা চিরন্তন,
একমাত্র মানুষই মুখের ওপর মুখোশ লাগিয়ে করে চরিত্রের পালাবদল।
মাটি আছে ,সোনাও আছে কিন্তু হৃদয়টা এক আশ্চর্য খনি!
যারা নেই জীবনে স্মরণে থাক আমৃত্যু, স্বেচ্ছায় হারিয়ে যাওয়া লোকের স্মরণ অবাঞ্ছিত।
কালের নিয়মে মৃত্যু আসে, জন্ম 'পরে এটাই একমাত্র সত্য, নতুনের পথ হয় প্রসারিত।
নতুন তখনই সুন্দর, মার্জিত ও সত্য পাশে যখন থাকে পুরাতনের ছায়া,
তাই নতুন আসুক পুরাতন এর হাত ধরে নব উন্মোচনে।
শিখিয়ে দিয়ে যাক .....
প্রেম ,করুণা ,শ্রদ্ধা ,সেবা ,পরোপকার ,মমতা , মানবিকতা,
সফল হবে নতুনের যাত্রা মানুষ বেঁচে থাক মানবিক ধর্মের মহীরুহের ছায়ায়।
বাকি সব চলবে সৃষ্টির আদিম নিয়মে ,
বদল হবে শুধু মানুষের চরিত্রের।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী, পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

ভাওয়াইয়া গানের একনিষ্ঠ সাধক গঙ্গাচরণ বিশ্বাস

...প্রসন্ন কুমার বর্মন

হ্যাঁ মনে পড়ছে বটে, সালটা তখন ১৯৮০। আমি অধম সবে প্রাচীন কামতাপুরের কামতেশ্বরী দেবীর মন্দির চত্তরের স্মৃতিবিজড়িত গোসানিমারী উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণিতে হাটি হাটি পা পা । বোঝা না বোঝার দোলাচলে একেবারেই "বাপোই চ্যাঙ্গেরা রে"। বয়সটা ছোট্ট হতে পারে, কিন্তু মাছুয়া হিসেবে সেই বাল্যকালেই ঠাকুরদা, ঠাকুমা ও বাবা-মার কাছে নামডাকটা কম ছিল না যেন। একদিন গদগদ হয়ে ঠাকুদ্দা তার এক পাড়াতুতো শালা অধমের "অবোধ ঠাকুরদা"কে বলে বসল, জানিস অবোধ, হামার পোষনটা(পুষ্নার দিনে পিঠে ভাজতে ভাজতে ধরাধামে আগমণ) এইকনা হইলে কি হইবে ? ইমায় কামের নেটু , ইয়ার মাছ মারার আইট দেইখলে তুই ঠস খাবু । এই পুষ মাসিয়া জারোত হামার চ্যাংড়াটা বেলা ডুবতে ডুবতে চটকা জাল ধরি যায় হোলা বাড়ির দোলা, আর খলাই ভত্তি না হইলে কালে বাড়ি আসির চায় না রে ভাই । আর ভুতের ভয়তে গালা ছাড়ি দিয়া গান গাইতে গাইতে বাড়ি আইসে । হামার পোষনটার মুখোত শুনবু খালি ঐ নিগমনগরের গঙ্গাচরণ বিশ্বাস আর নগেন শীলের ভাওয়াইয়া গান ।

হ্যাঁ, তা গল্প হলেও সত্যি বটেক । সেই কাচা চ্যাংড়া বয়সে মাছ ধরায় পাকা হইলেও ভুতের গল্পের নানান চরিত্রের ভুতের মুলো মুখো দাতখ্যাসরা চেহারাটা সামনে ভেসে উঠত খলাই ভত্তি করে জ্যোৎস্না রাতে নিধুয়া পাথারের এলোপথ ধরে ঘরে ফেরার পথে । আর তখনই কানে ভেসে আসত অনতিদূরের কোনো পুষ্না খাওয়াইয়ারঘরের(পিকনিক) কলের গান -

"বাপোই রে বাপোই, তুই কুত্তি কুত্তি বেরাইস,
তোক কি ডাকে থাকা নাগে ?, আরও
"ওহো রসের বিয়ানী, ছাওয়াটাক থুইয়া যাও, কায় আন্দিবে মজার প্যাক্কানী ।"

আরও ফির, " ঘটক শালার কথা ধরিয়া, আগ পাছ না ভাবিয়া,
মনের হাউসে কল্লুং বিয়াও কইঞা না দেখিয়া....হা..."
"ডুগ ডুগ ডুগ কোড়া কান্দে জলে,
কুহু, আরে কুহু করিয়া কুকিল কান্দে ডালে রে....।"

আরো কত যে গান ছিল এই গানপাগল গিদালী মানুষটার ! সৃষ্টি সুখের উল্লাসে তদানীন্তন কালের নানা জীবন্ত আর্থ - সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিচ্ছবি একে একে উঠে আসতে থাকে দিনহাটার নিগমনগরের অতি সাধারণ ও মাটির কৃষ্টি, সংস্কৃতি-প্রেমী প্রথিতযশা ভাওয়াইয়া শিল্পী গঙ্গাচরণ বিশ্বাসের হাতের লিখনীতে, গানের কথায়, সুরে ও মুক্তকণ্ঠে। সেসব মাটির টানে, মাটির কথায়, মাটির গানে, মাটির সুরের মুর্ছনায় হাতে খড়ি নিজস্ব ঢঙ্গে ও বিশ্বাসী ঘরানায় স্বাধীনতার অনেক আগে সেই রাজ আমল থেকেই । যাদের গানের কথায় ও মোহময়ী সুরে আকৃষ্ট হয়ে সেদিনের চ্যাংড়া বয়সের ফাটা বাঁশের গলায় "গাই ভালোবাসি তাই" ও "চান ঘরে গান" মার্কা মুক্তকণ্ঠের খালি গলার গায়কী ঢংয়েরও সূত্রপাত হল একেবারেই অজান্তে, তাঁদেরই একজন হলেন আমার এক মনের মানুষ গঙ্গাচরণ বিশ্বাস যিনি ছিলেন ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধক, পৃষ্ঠপোষক, গীতিকার, সুরকার ও কলাকার ।

আজ বহুদিন পর মিডডে মিলের হিল্লী-দিল্লী-কলকাতা-দার্জিলিং-কোচবিহারের যাত্রাপথের হৈ হৈ কান্ডের রৈ রৈ ব্যাপারে দিকভ্রষ্ট ও হতচকিত হয়ে সেই চৌধুরীদের বিয়েবাড়ির হাকাহাকি, ডাকাডাকির মতনই কাছের মানুষদের কাছে পেয়ে দিনভর "এটা হয়নি কেন? ওটা কখন হবে ? সব্বনাশ ! এখনো কার্ডই আসেনি ? হায় হায় রে ! কি ব্যাপার স্কুলটা কি মস্তানী মারার জায়গা ? কতবড় মস্তান হয়েছ? ইত্যাদি ইত্যাদি" এসব ডামাডোলের তাৎক্ষণিক ইতি টেনে রাত ৮টা নাগাদ ঘরে ফিরে নেতিয়ে পড়া অতিশয় ক্লান্ত দুর্ভাগ্যের ওপর সবটা সপে দিয়ে "ধ্যেৎ তেরিকো" আদলে বিরক্তির অভিব্যক্তি প্রকাশে বিরবির করে অর্ধাঙ্গিনীরে অর্ধেক হতাশাব্যঞ্জক ডায়লোগ দিয়ে "কি হয় হবে গা, দেখা যাবে তা" গোছের ওভার কনফিডেন্সের ঘারে হেলান দিয়ে মুঠোফোনে ইলিবিলি কাটতেই সহসা ভেসে উঠল আমার "মনের মানুষ"এর মুখটা, সাথে তার গানগুলো।

* শ্রদ্ধার্ঘ্য ও কুর্নিশ জানাই আমার মনের মানুষকে ।

***:প্রসন্ন কুমার বর্মন (প্রধান শিক্ষক)**
শুকারুর কুঠি উচ্চ বিদ্যালয় (উ: মা:)
দিনহাটা, কোচবিহার।

প্রবন্ধ

উজান

...বিকে নার্জিনারি

কে স্থানীয় ভাষায় 'খেড় 'বলি, "উলু খড়" কে বলি 'ইলুয়া খেড়' আর "কাশবন" কে বলি 'কাশিয়া'। এটা আমাদের এখানকার স্থানীয় ভাষা যা জনমানসে প্রচলিত। অন্যদিকে বোড়ো, রাভা, নেপালি, আদিবাসী সমাজে বিভিন্ন নামে পরিচিত।

ইলুয়া খেড় দিয়ে ঘড় বা গৃহ তৈরি করলে অনেক শ্রম আর পরিশ্রম আবশ্যক। এখানে ইলুয়া বা কাশিয়া খেড়কে প্রথম অবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে শক্ত বা পুরাট করে পাকতে দেওয়া হয়, তার পরে কাছি বা হাশুয়া দিয়ে কেটে রাখা হয়। এভাবেই সপ্তাহখানেক শুকিয়ে সেটা গাড়িতে হোক বা কাঁধে বা মাথায় উবিয়ে(উঠে) নিয়ে আসা হয়। তারপর মাফ অনুযায়ী কেটে সেটাকে ঘড়ের কাজে লাগানো হয়। এক্ষেত্রে বাটি দুড়ি (দড়ি) আর বড়ো বাঁশ বা মাকলা বাঁশের প্রয়োজন হয়ে থাকে। "ছান" পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়। এই ছান অনেক রকমের হয়ে থাকে যেমন-ভাটি ছান, উজান ছান, লম্বা ছান, টানা ছান ইত্যাদি। যে যার মতো সৌন্দর্য ব্যবহার করতে বদ্ধপরিকর, তবে টানা ছানের সৌন্দর্য সর্বাধিক। এ ছানে অতিরিক্ত শ্রম ও সময় লাগার কারণে ভাটি ছান ও উজান ছানকে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

তবে বর্তমানে এটি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, আজকাল সবাই পাকা বাড়ির দিকে নজর দিয়েছে। একসময়, উলু খেড় আর কাঠের তৈরি বাড়ি বেশ জনপ্রিয় এখন টিন ও পাকা বাড়ির দিকে বেশি নজর।

তবে খেড়ের ঘড়ে থাকার মজাটাই আলাদা থাকে, বিশেষত ঝড় আর বৃষ্টির সময় কোনো রকম শব্দ পাওয়া যায় না, গরমের দিনে বেশ আরামদায়ক আর শীতের দিনে বেশ গরমদায়ক হয়ে থাকে। আজকাল ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশে বেশ কিছু ধাবাতে এই ধরনের ঘড় দেখতে পাওয়া যায়। তবে কথা একটাই আগে প্রয়োজনে এই ঘড় ব্যবহৃত হতো বর্তমানে শৌখিনতার কারণে ব্যবহৃত হয়।

উদার আকাশ বইমেলা বিশেষ সংখ্যা উদ্বোধন করলেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু

বিশেষ সংবাদদাতা: বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় "জাগোবাংলা"র স্টলে দমদম বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী অধ্যাপক ব্রাত্য বসু এবং গিল্ডের সভাপতি সুধাংশু শেখর দে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন "উদার আকাশ" আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা বিশেষ সংখ্যা ২০২৩। উদার আকাশ পত্রিকার সম্পাদক ফারুক আহমেদ শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী অধ্যাপক ব্রাত্য বসুর হাতে উদার আকাশ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাটি তুলে দেন। এই সংখ্যায় কলম ধরেছেন দুই বাংলার শতাধিক লেখক। গুচ্ছ কবিতা লিখেছেন সুবোধ সরকার সহ বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত কবি।

গ্রন্থবীক্ষণে ব্রাত্য বসুর উপর লেখা বেস্ট সেলার বই আলোচনা করেছেন বর্ণালি হাজরা। খাজিম আহমেদ-এর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন রাজন গঙ্গোপাধ্যায়। প্রবন্ধ লিখেছেন সুমিত মুখোপাধ্যায়, মইনুল হাসান সহ অনেকেই।

ইসলাম চর্চা, গবেষণা, বিশেষ নিবন্ধ, সাহিত্যের আলো, নজরুল চর্চা, বিশেষ আলোকপাত, বিশ্বসাহিত্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, স্মরণ, কবিতা, উপন্যাস, গল্প, বিশেষ রচনা, চলচ্চিত্র সহ একাধিক বিভাগ নিয়ে সেজে উঠেছে উদার আকাশ বইমেলা বিশেষ সংখ্যা।

সুরের কবি গানের কবি লোকসাহিত্য সম্রাট কবি জসীম উদ্দীন

ডাক্তার মফিজুল ইসলাম মান্টু

পরিতাপের কথা যে সাম্প্রতিক সময়কালের সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিমন্ডলে প্রায় অনুচ্চারিত নাম পল্লীকবি জসীম উদ্দীন। অথচ পল্লীকবীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা অভিবাদন না জানাতে পারাটা বাংলাসাহিত্য অনুরাগীদের জন্য দুর্ভাগ্যের। আনন্দের বার্তায় জানাতে চাই উপরে উল্লেখ্য পরিতাপ আক্ষেপ মোচনে অসামান্য এক কাজ করেছেন যত্নশীল পরিমার্জিত রুচিশীল লেখক সৈয়দা রুখসানা জামান শানু।

তিনি রংপুর শহরের গৃণীকন্যা, এখন থাকেন সৈয়দপুরে। গত ২৫ নভেম্বর ২০২২ রংপুরের সাফল্য সাহিত্য গোষ্ঠী আয়োজিত এক সাহিত্যসভা মঞ্চে তাঁর সাথে আহুত হয়ে পরিচয়ের সুত্রে গ্রন্থটি লেখকের কাছ থেকে শুভেচ্ছা উপহার পেলাম।

তারপর এর পাঠ শেষে বইয়ের ভেতরের বিষয়গুলি নিয়ে বেশ ক'দিন ধ্যানমগ্ন থাকতে হলো। গ্রন্থ লেখক যথার্তই কবি জসীমউদ্দিন কে নিয়ে এমন দুর্লভ কাজটি করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছেন।

লেখক রুখসানা জামান শানু - আলোচ্য গ্রন্থটির ভুমিকাপর্ব থেকে শেষ পর্যন্ত কবি জসীম উদ্দীন এর জীবনের জন্ম-মৃত্যু, শিক্ষাকাল,বেড়ে ওঠা, পল্লীলোকসাহিত্যে গভীর অনুরাগ-ভালোবাসা, কবির নিজের পারিবারিক- সামাজিক-অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সময়কালের ঊনবিংশ-বিংশশতকের পরিবেশ পরিস্থিতি

নিয়ে বিষদ নিরিক্ষায় যথার্থ মূল্যায়ণ ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন।

এমন গ্রন্থ এবং একজন প্রতিভাদীপ্ত আলোকিত নিবিড় সাধক কবি জসীম উদ্দীনকে জানার জন্য এর বাক্যে বাক্যে তথ্যসমৃদ্ধ বর্ননা পাঠককে নিশ্চয়ই বিমোহিত করতে পারবে।

কয়েক পর্বে কবিকে নিয়ে তৎকালীন সাহিত্য মহল প্রথমে উপেক্ষা পরে সসম্মানে গ্রহণ পর্বের কাহিনী বর্তমান সময়ের সাহিত্য প্রজন্ম হয়তো ততটা ওয়াকিবহাল নয়।সে ত্রুটি নতুন প্রজন্মের নয়,বিস্তৃত আলোচনা এখানে নয়।

উপমহাদেশের কিংবদন্তি শিক্ষাবিদ লোকগবেষক ড.দীনেশচন্দ্র সেন কবি জসীম উদ্দীন এর অমর কাব্যকাহিনী সোজন বাদিয়ার ঘাট নিয়ে বলেছিলেন -

"আমি হিন্দু। আমার কাছে বেদ পবিত্র,ভগবৎ পবিত্র। কিন্তু সোজন বাদিয়ার ঘাট তাহার চাইতেও পবিত্র।"

কবি জসীম উদ্দীন'এর রচনা সমগ্র পাঠ করেকবিগুরুরবীন্দ্রনাথঠাকুরমন্তব্যকরেছেন-

তোমার সোজন বাদিয়ার ঘাট অতীব প্রসংশার যোগ্য।আরো বলেছেন - এই বই যে বাংলার পাঠক সমাজে আদৃত হবে সে ব্যাপারে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নেই।।রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, জসীম উদ্দিনের কবিতার ভাব ভাষা ও রস সম্পুর্ন নতুন ধরনের এবং প্রকৃত কবির হৃদয় এই লেখকের আছে। (পৃষ্ঠা -১৪)

খুব নিষ্ঠুর সত্য অমর কবি জসীম উদ্দীন কেন এ সময়ের অনুচ্চারিত নাম!

লেখক রুখসানা জামান শানু আপনাকে ধন্যবাদ।

এ গ্রন্থ বহুল পঠিত হোক, আরো বেশি প্রচারিত প্রসারিত হোক... ।

শীতের কোচবিহারে উষ্ণতা দিয়ে গেল কোচবিহার সাংস্কৃতিক মঞ্চের প্রথম বর্ষের গানমেলা

পার্থ নিয়োগী: এই কোচবিহারের সন্তান ছিলেন ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাসউদ্দিন। আধুনিক বাংলা গানের বিখ্যাত গীতিকার শৈলেন রায়ও ছিলেন কোচবিহারের ছেলে। প্রাচীনকাল থেকেই কোচবিহারের মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কোচবিহারের সঙ্গীতচর্চা সমৃদ্ধ হয়েছে। কোচবিহারের মধুপুরধাম মন্দিরে বসেই বৈষ্ণব ধর্মগুরু শংকরদেব রচনা করেছিলেন বরগীত। শাস্ত্রীয় থেকে শুরু করে আধ্যাত্মিক, লোকগান সব ধরনের সঙ্গীত রসে পুষ্ট এখানকার মাটি। তবে সময়ের সাথে কোথাও এক শূন্যতা কোচবিহারের সঙ্গীত ক্ষেত্রে। হারিয়ে যাচ্ছে সেই গীদালরা। নিয়ম করে বসে না শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর। স্থানীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীদের চেয়ে কদর বেশি বহিরাগত শিল্পীদের। তবে কোচবিহারে আজও সঙ্গীত প্রতিভার অভাব নেই তা বোঝা গেল কোচবিহার সাংস্কৃতিক মঞ্চ আয়োজিত প্রথম বর্ষের গানমেলায়। গত ২১ ও ২২ জানুয়ারি কোচবিহার রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল এই গানমেলা। এর আগে কোচবিহার শিল্পী সংসদের তরফে ১২ জন সহযোগী লোকশিল্পীকে গত ১২ জানুয়ারির দিন সম্মাননা প্রদান করা হয়। ২১ জানুয়ারি সকালে কনকনে ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে গানমেলার উদ্বোধন করেন প্রবীণ সঙ্গীত শিল্পী দেবব্রত লাহিড়ী, শিক্ষক বাণীকান্ত ভট্টাচার্য

সহ আরও বিশিষ্টজনেরা। বাপি সূত্রধরের কথা ও সুরে কোচবিহার সাংস্কৃতিক মঞ্চের থিমসং জানিয়ে দিয়েছিল কোচবিহারের আগামীর সঙ্গীত প্রতিভা নিয়ে প্রত্যয়ের স্বপ্ন। এদিন শিশু কিশোর শিল্পীদের অনবদ্য গানের অনুষ্ঠান হয়। 'সঙ্গীতের সেকাল-একাল' শীর্ষক অসাধারণ একটি আলোচনাচক্র এদিন রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও প্রথমদিন কোচবিহারের শিল্পীরা গান পরিবেশ করে সঙ্গীত মেলায় এক অন্য ভাবের সৃষ্টি করে। ২২ জানুয়ারি সঙ্গীত মেলায় চোর-চুন্নীর পালা, নিমাই-সন্যাস, সাইটোল, দোতরা পালা, বিষহরি, ভাটিয়ালি, কুষাণের মত ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীতের অনুষ্ঠান ছিল এক অনবদ্য প্রয়াস। দ্বিতীয়দিনের বিভিন্ন সঙ্গীতের মূর্ছনায় শিল্পীরা দর্শকদের মোহিত করে রাখে। সবচেয়ে ভালো লাগে ১৯৩০ থেকে ২০২০ পর্যন্ত প্রত্যেক দশক অনুযায়ী প্রখ্যাত শিল্পীদের কালজয়ী গানের স্মরণের অনুষ্ঠান। সঙ্গীতের পাশাপাশি রবীন্দ্র ভবনের বাইরে ছিল স্থানীয় হস্তশিল্পীদের স্টল। সেইসাথে আগত দর্শকেরা এই কনকনে ঠান্ডায় গরম চায়ের ভাঁড়ে চায়ের পাশাপাশি পিঠে পায়েস এগরোলের স্বাদ নেবারও সুযোগ পেয়েছে। সব মিলিয়ে কেবলমাত্র সফল গানমেলার আয়োজন করেই নয়। কোচবিহার সাংস্কৃতিক মঞ্চের প্রথমবর্ষের গানমেলা কোচবিহারের আগামী সঙ্গীত প্রতিভা নিয়ে দেখাল এক নতুন দিশা।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃশ্যকলা বিভাগে আর্ট উৎসবের উদ্বোধন করলেন উপাচার্য

বিশেষ সংবাদদাতা: কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃশ্যকলা বিভাগে আর্ট উৎসবের উদ্বোধন করলেন উপাচার্য অধ্যাপক মানস কুমার সান্যাল। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃশ্যকলা বিভাগে আর্ট উৎসবের শুভারম্ভ হল ট্রেডিশনাল পেন্টিং আর্ট ওয়ার্কশপ এবং দৃশ্যকলা বিভাগের সকল ছাত্র-ছাত্রী এবং প্রাক্তনীদের বার্ষিক কলা প্রদর্শনীর মাধ্যমে। এই ট্রেডিশনাল পেইন্টিং আর্ট ওয়াকসপটি ওড়িশা সৌরা প্রিন্টিং এর উপর হচ্ছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর মানস কুমার সান্যাল এবং অনুষদীয় প্রধান প্রফেসর অমলেন্দু ভুঁইয়া এবং দৃশ্যকলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক শ্রী রিতেন্দ্র রায়। এই ট্রেডিশনাল আর্ট ওয়ার্কশপটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টার, মিনিস্ট্রি অফ কালচার, গভর্মেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং কল্যাণী ইউনিভার্সিটি দৃশ্যকলা বিভাগের যৌথ প্রয়াসে। এই অনুষ্ঠানটি চলবে ৩রা ফেব্রুয়ারি অবধি। অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ

করছে বিভাগীয় সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা। এই ওড়িশা সৌরা পেন্টিং এর ট্রেডিশনাল ওয়ার্কশপটি ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টার এর তরফে আসা শ্রী জুনেস গুমাঙ্গ খ্যাতনামা সৌরা প্রিন্টিং আর্টিস্ট এর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়াও এই ট্রেডিশনাল আর্টওয়ার্কশপটির সঙ্গে যে প্রদর্শনীটি ৩০ জানুয়ারি আরম্ভ হয়েছে তা ১০ ফেব্রুয়ারি অবধি চলবে। বিভাগীয় প্রধান বলেন, আমাদের এই প্রয়াসে আমরা সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি এবং এই অনুষ্ঠানটি সাফল্যমন্ডিত হতে সকলের ঐকান্তিক প্রয়াস আমরা আশা করি।

উদার আকাশ থেকে প্রকাশিত হল পূরবীতা মজুমদারের কাব্যগ্রন্থ মেঘলা মেয়ের মন

বিশেষ সংবাদদাতা: একঝাঁক কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদের আন্তরিক উপস্থিতিতে রবিবার উদার আকাশ ৬৪৮ নম্বর স্টলের সামনে থেকে উদ্বোধন হয়ে গেল উদার আকাশ প্রকাশনার কাব্যগ্রন্থ 'মেঘলা মেয়ের মন'। কবি পূরবীতা মজুমদারের এটি প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কবি প্রবীর ঘোষ রায়, লেখক মো: আবেদ আলি, উদার আকাশ সম্পাদক প্রকাশক ফারুক আহমেদ, শিল্পী শ্যামল মজুমদার, প্রাবন্ধিক সুব্রতা ঘোষ রায়, আরম্ভ পত্রিকার সম্পাদক

লালন বাহার, অধ্যাপক কমল সরকার, কবি অরিজিৎ বাগচী, কবি আবীর মুখোপাধ্যায়, কবি রূপ গঙ্গোপাধ্যায়, কবি স্মৃতি সাহা মল্লিক, কবি অলক ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট মানুষজন উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে।

পূরবীতা মজুমদার 'কবিতা' এবং পত্রিকার সম্পাদক। পত্রিকাটি ইতিমধ্যেই পাঠকের নজরে এসেছে। দুটি সংখ্যা প্রকাশকালেই 'সপ্তপর্ণ' থেকে এই বছরের 'সেরা পত্রিকা' সম্মাননা অর্জন করেছে। এই কাব্যগ্রন্থ সকলের মনোগ্রাহী হবে এমন আশা করাই যায়।

প্রকাশ পেল কবি বিনীতা সরকারের কাব্যগ্রন্থ

পার্থ নিয়োগী: উত্তরবঙ্গের মেয়ে কবি বিনীতা সরকার। জন্মস্থান রায়গঞ্জ হলেও কর্মসূত্রে বসবাস করেন জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িতে। পেশায় শিক্ষিকা পাশাপাশি কবিতা ও ভ্রমণ বিষয়ক লেখায় তিনি যথেষ্ট পারদর্শী। উত্তরবঙ্গ তথা বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি আজ এক পরিচিত নাম। সম্প্রতি কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হল তার নতুন কাব্যগ্রন্থ সুগন্ধি ধানের দেশ। তার উপলব্ধি করা এই কবিতাগুলো পাঠককে সত্যিই আনন্দ দেবে। ইতিমধ্যে কলকাতা বইমেলায় তার এই নতুন কাব্যগ্রন্থটি বেশ সারা ফেলেছে পাঠক মহলে।

জেন্টলমেনস ক্রু-এর প্রোডাক্ট লাইনের বেস 'পাওয়ার অফ টু'

কলকাতা: পুরুষদের ব্যক্তি-গত গ্রুমিং-এর কথা মাথায় রেখে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু বিউটি ব্র্যান্ড যেমন Nykaa কসমেটিকস, SKINRX এবং Wanderlust, জেন্টলমেনস ক্রু নিয়ে আসছে। Nykaa সহ এই বিউটি ব্র্যান্ড গুলির উদ্দেশ্য হল- বিশেষ অফার সহ জেন্টলম্যানস ক্রু-এর মাধ্যমে পুরুষদের জন্য ব্যক্তিগত গ্রুমিং প্রোডাক্ট রেঞ্জের পোর্টফোলিও লঞ্চ করা। বলাবাহুল্য, জেন্টলমেনস ক্রু প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসের পোর্টফোলিও তথা ডিওডোরেন্ট, দাড়ির যত্ন এবং চুলের স্টাইলিং রেঞ্জ লঞ্চ করেছে। উল্লেখ্য, জেন্টলমেনস ক্রু আধুনিক মানুষের জন্য একটি সম্প্রদায় তৈরি করতে চায়। জেন্টলমেনস ক্রু-এর পুরো প্রোডাক্ট লাইনটি 'পাওয়ার অফ টু'-এর ওপর বেস করে তৈরি হয়েছে। আরগান এবং টি ট্রি রেঞ্জে লঞ্চ করা জেন্টলমেনস ক্রু বর্তমানে দাড়ির গ্রুমিং এবং চুলের স্টাইলের জন্য প্রোডাক্ট সরবরাহ করে। এছাড়াও ব্র্যান্ডটি তিনটি রিফ্রেশিং ডিওডোরেন্টও এনেছে। যা ৪৮ ঘন্টা সক্রিয় থাকে।

Nykaa ব্রান্ডের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট বিশাল গুপ্ত বলেন, জেন্টলমেনস ক্রু ছেলেদের গ্রুমিং-এর একটি বিস্তৃত পোর্টফোলিও অফার করে। যা জেন্টলমেনস ক্রুকে ভ্যানিটি প্রধান করে তোলে।

গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে ২০০টিরও বেশি ভি শপ

শিলিগুড়ি: গ্রামীণ এলাকায় পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে শীর্ষস্থানীয় টেলিকম অপারেটর ভি, গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গে নতুন ফর্ম্যাটের ২০০টিরও বেশি ভি শপ চালু করেছে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের দীঘা, ফারাক্কা, জিয়াগঞ্জ, কালিম্পং, নবদ্বীপ, নন্দীগ্রাম প্রভৃতি এলাকায় তার রিটেল ফুটপ্রিন্ট চালু করেছে ভি।

উল্লেখ্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় গত তিন মাসে এই ভি শপ গুলি চালু করেছে টেলিকম অপারেটর ভি। ভি শপগুলি গ্রাহকদের ভি প্রিপেইড পণ্য এবং পরিষেবাগুলির একটি বাঞ্চ অফার করে। ভি-এর সিওও অভিজিৎ কিশোর বলেন, বৃহৎ গ্রামীণ জনসংখ্যাকে ডিজিটাল বিপ্লবের অংশীদার করতেই আমাদের এই প্রচেষ্টা।

ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল ঘোষণা

কলকাতা: ভারতের শীর্ষ স্থানীয় ইন্টিগ্রেটেড সাপ্লাই চেইন এবং লজিস্টিকস সলিউশন প্রদানকারী সংস্থা ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড বা টিসিআই ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ শেষ হওয়া তৃতীয় ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করেছে।

রিপোর্টে Q3 FY ২০২৩ এবং Q3 FY২০২২-এর সঙ্গে তুলনা করে দেখা গেছে ৮৮১ কোটি টাকার অপারেশন থেকে y-o-y বৃদ্ধি সহ ১৬% রিভিউনিউ বা রাজস্ব আদায় হয়েছে। EBITDA Q3 FY২০২২-এ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৩৮ কোটি টাকা। PAT ৭৮ কোটি থেকে থেকে বেড়ে হয়েছে ৯৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ নিট মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে ২২.৯%। 9M FY২০২৩ বনাম 9M FY২০২২-এর পারফরম্যান্স হাইলাইটে দেখা গেছে ২,৫৩৯ কোটি টাকার অপারেশন থেকে y-o-y বৃদ্ধি সহ ২০.৫% রাজস্ব আদায় হয়েছে। EBITDA ৩০০ কোটি থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৫২ কোটি টাকা। PAT ১৯৪ কোটি টাকা থেকে থেকে বেড়ে হয়েছে ২২৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ ভিত্তিতে নিট মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮%।

টিসিআই-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিনীত আগরওয়াল বলেন, আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে কোম্পানি একটি স্থিতিশীল ম্যাক্রো পরিবেশের মধ্যে ধারাবাহিক কর্মক্ষমতা সম্পন্ন করেছে। আমাদের সমস্ত ব্যবসায়িক বিভাগ প্রত্যাশা অনুযায়ী সন্তোষজনক ফলাফল প্রদান করেছে।

কম্প্যাক্ট ফর্ম ফ্যাক্টরের ওয়াকম্যান NW-A306

নতুন দিল্লি: Sony India তার ওয়াকম্যান সিরিজের NW-A306-এ সর্বশেষ প্রোডাক্ট লঞ্চ করল। একটি কম্প্যাক্ট ফর্ম ফ্যাক্টরে উচ্চ-মানের অডিওর সাথে সঙ্গীত উপভোগ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে Sony-এর এই নতুন NW-A306 ওয়াকম্যান। দাম যার ২৫,৯৯০ টাকা।

Sony-র এই নতুন NW-A306 ওয়াকম্যানটির ডিজাইন লাইটওয়েট এবং কম্প্যাক্ট হওয়ায় গ্রাহকরা খুব সহজেই তাদের পছন্দের মিউজিক ডাউনলোড এবং স্ট্রিম করতে পারবেন দেয়। এটি একটি ৩.৬" টাচ স্ক্রিনসহ মাত্র ১৯৯ গ্রাম ওজনের এই ওয়াকম্যানটি খুব সহজেই পকেটে ক্যারি করা যায়।

অডিওফাইলের কথা মাথায় রেখে NW-A306 হাই-রেস অডিও ওয়্যারলেস সহ ডিজাইন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের অফিসিয়াল পার্টনার পলিক্যাব

শিলিগুড়ি: ভারতের শীর্ষস্থানীয় বৈদ্যুতিক পণ্য সংস্থা পলিক্যাব ইন্ডিয়া লিমিটেড (পিআইএল)২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত আসন্ন ICC গ্লোবাল ইভেন্ট উপলক্ষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের সঙ্গে অফিসিয়াল পার্টনার হিসেবে চুক্তি করেছে। উল্লেখ্য, FY22 অনুসারে পিআইএল-এর টার্নওভার ১২২ বিলিয়ন ডলার।

এই পার্টনারশিপ অনুযায়ী ২০২৩ সালের নির্ধারিত আইসিসি-র সমস্ত পুরুষ ও মহিলাদের বিশ্বব্যাপী ইভেন্টগুলিতে পলিক্যাবের স্পনসরশিপ থাকবে। যার মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত ICC মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ইউনাইটেড কিংডম-এ ICC ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল এবং ICC মেনস ক্রিকেট ওর্য়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেট।

বলাহুল্য, এই পার্টনারশিপের মাধ্যমে পলিক্যাব তার গ্রাহকদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে চায়।

পলিক্যাব ইন্ডিয়া লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট ও চিফ মার্কেটিং অফিসার নীলেশ মালানি বলেন, ৬০টিরও বেশি দেশের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল ICC-র সঙ্গে পার্টনারশিপ অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

ভারতের প্রথম ব্যাঙ্ক ভয়েস অ্যাপ 'Hello Ujjivan'

পশ্চিম বর্ধমান: ভারতের প্রথম ভয়েস অ্যাপ, এবং ভিজ্যুয়াল, আঞ্চলিক ব্যাঙ্কিং অ্যাপ 'Hello Ujjivan'চালু করল উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক(এসএফবি) । যার 3 V - ভয়েস, ভিজ্যুয়াল, আঞ্চলিক-সক্ষম বৈশিষ্ট্যগুলি - সীমিত পড়া এবং লেখার দক্ষতা রয়েছে। উল্লেখ্য, অ্যাপটি মাইক্রোব্যাংকিং এবং গ্রামীণ গ্রাহকদের মধ্যে ব্যাঙ্কিং অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যারা ডিজিটালভাবে প্রতিবন্ধী।

Hello Ujjivan অ্যাপটি Navana.AI-এর সাথে সহ-নির্মিত, হিন্দি, মারাঠি, বাংলা, তামিল, গুজরাটি, কন্নড়, ওড়িয়া এবং অসমীয়া সহ আটটি আঞ্চলিক ভাষায় অ্যাক্সেসযোগ্য। এই Hello Ujjivan অ্যাপ ব্যবহারে গ্রাহকদের শিক্ষিত করতে উজ্জীবন এসএফবি তার ৬০০টি শাখা এবং প্রায় ৯০০০ মাইক্রোব্যাঙ্কিং এবং গ্রামীণ ব্যাঙ্কিং কর্মীদের ব্যবহার করছে।

উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কের এমডি ও সিইও, ইত্তিরা ডেভিস বলেন, Hello Ujjivan সারা দেশে আর্থিক ও ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির প্রচারে আমাদের প্রতিশ্রুতিকে আরও শক্তিশালী করে।

চ্যাম্পিয়নশিপ ধরে রাখতে প্রস্তুত কলকাতা থান্ডারবোল্টস

শিলিগুড়ি: বেঙ্গালুরুরুতে ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া 'রুপে প্রাইম ভলিবল পাওয়ার্ড বাই এস২৩'র সিজন ২-তে চ্যাম্পিয়নশিপ ধরে রাখতে প্রস্তুত কলকাতা থান্ডারবোল্টস। এই সিজনে ম্যানেজমেন্ট ও খেলোয়াড়দের মধ্যে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে হেড কোচ হিসেবে আনা হয়েছে ভলিবলের বহুপুরস্কৃত কোচ নারায়ণ আলভাকে এবং টিম ডিরেক্টর হিসেবে আনা হয়েছে আইআইএম আহ্মেদাবাদের সুমেধ পাতোদিয়াকে।

কলকাতা থান্ডারবোল্টস-এর চেয়ারম্যান ও কো-ওনার, সিএ পবনকুমার পাতোদিয়া অকশন চলাকালীন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৩টি রাজ্য থেকে প্লেয়ার ও কোচিং স্টাফ এনেছেন, যার উদ্দেশ্য হল ভলিবলের মাধ্যমে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা। এছাড়া, সম্প্রতি টিমের অফিসিয়াল স্পোর্টস প্রেজেন্টার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীমতি ইশু হিরাওয়াত।

কলকাতা থান্ডারবোল্টস-এর মাসকট 'থান্ডারবোল্ট তুফান, দ্য টাইগার' লঞ্চ হওয়ার পর বিভিন্ন সোসাল মিডিয়া প্লাটফর্মে অসংখ্য ভক্তদের উচ্ছাস ফেটে পড়েছে। 'থান্ডারবোল্ট তুফান' যেন বাংলার প্রকৃত মানসিকতার পরিচায়ক। বুক ফেয়ার ফেস্টিভ্যালে ১ ফেব্রুয়ারি মাসকটের অফিসিয়াল লঞ্চ হয়েছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ভলিবল টিম ক্যাপ্টেন, অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত ও কলকাতা থান্ডারবোল্টস-এর ক্যাপ্টেন অঋল রাই-এর হাত ধরে।

এই মাসকটটির জনপ্রিয়তা বাড়াতে কলকাতা থান্ডারবোল্টস গতমাসে 'নেম দ্য মাসকট' নামে একটি কনটেস্ট শুরু করেছিল। লঞ্চ ইভেন্টের মডারেটর হলেন প্রিয়ম ঘোষ, যিনি কলকাতা থান্ডারবোল্টস-এর পক্ষে ভলি বিশ্বাসের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

শিলিগুড়িতে পরিষেবা সম্প্রসারণ BUURTZORG-এর

শিলিগুড়ি: নেদারল্যান্ডের নেতৃস্থানীয়কমিউনিটি-ভিত্তিক হোম হেলথ কেয়ার পরিষেবা BUURTZORG ভারতের শিলিগুড়িতে তার পরিষেবা সম্প্রসারণের ঘোষণা করেছে। শিলিগুড়িতে BUURTZORG উচ্চ মানের হোম স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করবে। বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী রোগের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা এবং উন্নত প্রাথমিক এবং পোস্টোপারেটিভ যত্নের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে, BUURTZORG, ভারতে ২০১৭ সাল থেকে কাজ করছে।

BUURTZORG কয়েক বছর ধরে দক্ষ কর্মশক্তি তৈরিতে বিনিয়োগ করেছে এবং কলকাতা, ভুবনেশ্বর, লখনউ এবং বারাণসী শহরে ৮০০০০০ ঘন্টারও বেশি পরিষেবা প্রদান করেছে।নার্সরা রোগীর মূল্যায়ন ও যত্নের পরিকল্পনা তৈরি করে যত্নশীলদের নির্দেশ, প্রশিক্ষণ, নিরীক্ষণ, নিয়মিত রোগীর অবস্থা এবং বিকাশ পরীক্ষা করে। এই মডেলের সাহায্যে BUURTZORG শুধুমাত্র দৈনন্দিন জীবনকে কিছুটা সহজ করার পরিবর্তে রোগীর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে সাহায্য করে। BUURTZORG-এর প্রেসিডেন্ট এবং সিইও ডাঃ স্টিফান ডিকারহফ বলেন, "আমরা শিলিগুড়িতে BUURTZORG-এর উদ্ভাবনী পরিচর্যার মডেল আনতে পেরে উচ্ছ্বসিত। আমাদের লক্ষ্য হল রোগী এবং তাদের পরিবারকে তাদের নিজস্ব বাড়িতে আরামদায়ক উচ্চ-মানের, ব্যক্তি-কেন্দ্রিক যত্ন প্রদান করে ক্ষমতায়ন করা।

ই সিরিজের শেষ স্মার্টফোন moto e13 লঞ্চ করল Motorola

শিলিগুড়ি: Motorola ই সিরিজ ফ্র্যাঞ্চাইজির সর্বশেষ স্মার্টফোন moto e13 লঞ্চ করল। এটি একটি অল-ইন- ওয়ান স্মার্টফোন যা 8GB পর্যন্ত RAM অফার করে। শুধু তাই নয় moto e13 UNISOC T606 অক্টা কোর প্রসেসর দ্বারা চালিত। এছাড়া একটি শক্তিশালী "হ্যাটকে" কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য এই স্মার্টফোনটিতে একটি ৬৪GB স্টোরেজ সহ একটি বিশাল দীর্ঘস্থায়ী ৫০০০mAh ব্যাটারি আছে। যা ৩৬ঘন্টার-এর বেশি স্থায়ী হতে পারে। স্মার্টফোনটি দুটি ভেরিয়েন্টে এবং তিনটি চমত্কার রঙে উপলব্ধ - কসমিক ব্ল্যাক, অরোরা গ্রিন এবং ক্রিম সাদা। ২ G B + ৬ ৪ G B ভেরিয়েন্টের দাম ৬,৯৯৯ টাকা এবং ৪ G B + ৬ ৪ G B ভেরিয়েন্টের দাম ৭,৯৯৯ টাকা। স্মার্টফোনটি ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ থেকে Flipkart এবং motorola.in-এ বিক্রি শুরু হবে।

নতুন moto e13-এ নতুন ভাষা পাওয়া যাবে। কাংরি এবং কুভি ভাষার কীবোর্ড থাকবে। এক কথায় Moto e13 সব দিক দিয়েই একটি শোস্টপার। এছাড়াও Dolby Atmos®audio আগের চেয়ে ক্লিয়ার আওয়াজ দেবে। ডুয়াল-ব্যান্ড ওয়াই-ফাই ৫GHz এবং ২.8Ghz এর জন্য একটি সুবিধাজনক USB Type-C ২.০ সংযোগকারী এবং Bluetooth® ৫.০৩ ওয়্যারলেস প্রযুক্তি রয়েছে।

প্রথম স্টোর

হাওড়া: ভারতের বৃহত্তম এবং দ্রুত বর্ধনশীল পোশাক এবং আনুষাঙ্গিক চেইন রিলায়েন্স রিটেইল ট্রেন্ডস পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার শ্যামপুরে তার নতুন স্টোর চালু করল।

৫,২০৭ বর্গফুট জায়গায় জুড়ে বৃস্তিত শ্যামপুরে এটি ট্রেন্ডসের প্রথম স্টোর। এই শহরের গ্রাহকদের জন্য ট্রেন্ডস একটি বিশেষ উদ্বোধনী অফার নিয়ে এসেছে। শ্যামপুরের এই ট্রেন্ডস স্টোরে ৩,৯৯৯ টাকার কেনাকাটার ওপর রয়েছে ১৯৯ টাকার বিশেষ আকর্ষণীয় উপহার। এছাড়াও ২৯৯৯ টাকার গ্রাহকরা ৩,০০০ টাকার একটি কুপন পাবেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।

ইভটিজিং রুখতে এবং যানবাহন চালকদের সচেতন করতে প্রচার চালালো মহিলা পুলিশের স্কোয়াড বাহিনী

নিউজ ডেস্ক: ইভটিজিং রুখতে এবং যানবাহন চালকদের সচেতন করতে রাস্তায় নেমে প্রচার চালালো জেলা মহিলা পুলিশের স্কোয়াড বাহিনী। শুক্রবার সকালে অফিস ও স্কুল টাইমে মালদা শহরের পিরোজপুর এলাকার একটি গার্লস হাইস্কুলের সামনে রীতিমতো অভিযান চালানো শুরু করে মহিলা পুলিশ বাহিনীর ওই দল । কালো পোশাকধারী মহিলা পুলিশ বাহিনীর দলটি রীতিমতো ইভটিজারদের নজরে রাখতে শুরু করে। যদিও পুলিশের স্কোয়াড বাহিনী দেখে কোনোরকম ইভটিজিং-এর ঘটনা ঘটেনি। তবে রাস্তা পারাপারের ক্ষেত্রে স্কুলের ছাত্রীদের রীতিমতো সহযোগিতা করে মহিলা পুলিশের ওই দলটি। এছাড়াও হেলমেটবিহীন মোটরবাইক চালকদের সচেতন করা হয়। স্কুলের সামনে যানজট রুখতেও রীতিমতো কড়া পদক্ষেপ নেই জেলা মহিলা পুলিশ বাহিনীর ওই বিশেষ দলটি।

উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগেই জেলা পুলিশ সুপারের উদ্যোগে মহিলা পুলিশ বাহিনীর একটি উইংস টিম গঠন করা হয়েছিল। তাতে ২০ জন মহিলা পুলিশ নির্দিষ্ট একটি পোশাকে স্কুটি নিয়ে গোটা শহর ঘুরে নজরদারি চালাবে। সেই টিমের মধ্যে একজন থাকবে হেড। যিনি পথ চলতি যে কোন মহিলার অভাব অভিযোগের কথা লিপিবদ্ধ করবেন। পাশাপাশি ওই মহিলা পুলিশ বাহিনীর স্কুটিগুলিতেও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার মোবাইল নম্বর দেওয়া রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অনেকটাই ইভটিজিং-এর ঘটনা কমে গিয়েছে বলে দাবি জেলা পুলিশের। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এদিন সকাল থেকেই মালদা শহরের বেশ কয়েকটি গার্লস হাইস্কুলের সামনেই তদারকি চালায় মহিলা পুলিশের স্কোয়াড বাহিনীর কর্মীরা।

প্রকাশিত হলো টেটের ফল

নিউজ ডেস্ক: পূর্ব ঘোষণা মতোই আজ দুপুরে প্রকাশিত হলো টেটের ফল। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকে জানা গিয়েছে, প্রথম হয়েছেন বর্ধমানের কন্যা ইনা সিংহ। তথ্য বলছে, প্রথম দশে আছেন ১৭৭ জন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছেন ৪ জন। যিনি প্রথম হয়েছেন তিনি পেয়েছেন ১৩৩ নম্বর। দ্বিতীয়রা পেয়েছে ১৩২ এবং তৃতীয়রা পেয়েছে ১৩১ নম্বর। এদিন বেলা ৩ টে থেকে সকলে বিস্তারিতভাবে নিজেদের ফল দেখতে পারবে ওয়েবসাইটে বলে জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

পরীক্ষার দু'মাসের মাথায় প্রকাশিত হল প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের টেট পরীক্ষার ফলাফল। এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন ৬ লক্ষ ১৯ হাজার ১০২ জন। মোট ১৫০ নম্বরে পরীক্ষা হয়েছিল। নিয়ম অনুসারে টেটে পাশ করলেন ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৪৯১ জন। এই পরীক্ষার হওয়ার আগে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পালের বক্তব্য ছিল যে, এবার থেকে প্রত্যেক বছর টেট হবে, দু'বার নিয়োগ হবে বছরে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি উড়ে গিয়ে সোজা বাড়ির চালে

নিউজ ডেস্ক: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাঁধের রাস্তা থেকে গাড়ি উড়ে গিয়ে সোজা বাড়ির চালে। ঘটনায় গুরুতর জখম দুইজন। গতকাল মধ্যরাতে কোচবিহার শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ফাঁসিরঘাট এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়

সূত্রের খবর আনুমানিক রাত তিনটে নাগাদ চার চাকার একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পার্বতী চৌহানের বাড়ির চালে গিয়ে পড়ে। ভেঙে যায় টিনের বাড়ি। ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরও একটি বাড়ি। সেই সময় ঘরের মধ্যেই ঘুমিয়ে ছিল বাড়ির সকল সদস্য। এই ঘটনায় পার্বতী চৌহান গুরুতর আহত হয়। গুরুতর আহত হয় গাড়ির চালকও। স্থানীয়দের অভিযোগ বেপরোয়া গাড়ি চালানোর কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। আর সেই দুর্ঘটনার ছবি ধরা পড়েছে সিসিটিভি ক্যামেরায়।

বিএন বিএসএফ-এর উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন

নিউজ ডেস্ক: প্রত্যন্ত সীমান্তবর্তী কুর্শাহাটে ৯০ বিএন বিএসএফ-এর উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন। শুক্রবার সকাল থেকে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কুর্শাহাট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সীমান্তের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয় বিএসএফ-এর তরফে। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের ৯০ ব্যাটেলিয়নের কমান্ডান্ট অফিসার অরবিন্দ কুমার উপপাধায়, ডেপুটি কমান্ডেন্ট Y K Rana, ডা. অতুল গুপ্তা, গোপাল নাগ, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নজরুল ইসলাম, সেকেন্দার আলী, দীপক সেন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে ফিতা কেটে শুভ উদ্বোধন করেন বিএসএফ কমান্ড্যান্ট অরবিন্দ কুমার উপাধ্যায়। সীমান্তবর্তী নাগরিকরা বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের সুচিকিৎসার সুবিধা পেতে এদিন লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং তারা ঐ লাইনে দাঁড়িয়ে বিএসএফ-এর এই রকম কর্মসূচির জন্য সাধুবাদ জানান। আগামীতে এই ধরনের কর্মসূচি প্রতি তিন মাস ও ছয় মাস অন্তর অন্তর একবার করে হলে গ্রামের নিম্নমানের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ খুবই উপকৃত হবে বলে তারা জানান। এদিন ঐ কর্মসূচিতে প্রায় পাঁচশো জনের মতো সাধারণ মানুষ এই বিনামূল্যে সুচিকিৎসার সুবিধা নিয়েছেন বলে জানা যায়।

পথ দুর্ঘটনা কমিয়ে সাধারণ মানুষের মৃত্যুর হার কমাতে সচেতনতা শিবির

নিউজ ডেস্ক: পথ দুর্ঘটনা কমিয়ে সাধারণ মানুষের মৃত্যুর হার কমাতে বাস ও মিনিবাস সহ ছোট গাড়ির চালকদের নিয়ে শুক্রবার একটি সচেতনতামূলক শিবির করলো ইটাহার থানার ট্রাফিক পুলিশ বিভাগ। এদিন উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার নির্দেশে ও ইটাহার থানার ট্রাফিক পুলিশের সহযোগিতায় চৌরঙ্গী মোড় এলাকায় বাস টার্মিনাস প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। ইটাহার থানার ট্রাফিক ওসি কৌশিক দে-র নেতৃত্বে এদিনের সচেতনতা মূলক শিবির করা হয় প্রায় ৫০ জন বাস, মিনিবাস ও ছোট গাড়ি চালকদের নিয়ে। মূলত, পথ দুর্ঘটনার জেরে সাধারণ মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা কমাতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় রাজ্য জুড়ে চালু হয়েছে "সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ" কর্মসূচি। এই কর্মসূচি চালুর পর সারা বাংলায় অনেকটাই কমেছে পথ দুর্ঘটনা। পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার আরো কমাতে সরকারি নির্দেশে ট্রাফিক আইন মেনে দ্রুত গাড়ি না চালানো, ওভারটেক না করা সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এদিন ইটাহার থানা ট্রাফিক পুলিশ বিভাগের উদ্যোগে বাস, মিনিবাস ও ছোট গাড়ি চালকদের নিয়ে এই সচেতনতা মূলক কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, ইটাহার থানার ট্রাফিক ওসি কৌশিক দে, ট্রাফিক পুলিশ আধিকারিক উত্তম মিস্ত্রি সহ অন্যান্য ট্রাফিক পুলিশ আধিকারিকরা।

ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের দাবিতে সরব হলো ব্যবসায়ী সমিতি

নিউজ ডেস্ক: শিলিগুড়ি জংশন রেলওয়ে স্টেশনের বাইরে পার্কিং তৈরি করবে রেল। তবে তার জন্য সেখান থেকে সরে যেতে হবে সেখানে থাকা অস্থায়ী ব্যবসায়ীদের। সেই সমস্ত ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের দাবিতে সরব হলো ব্যবসায়ী সমিতি। বুধবার দুপুরে রেলের পক্ষ থেকে ওই এলাকায় সমীক্ষার কাজ শুরু করা হয়। সেই সময় ওই এলাকার ব্যবসায়ের পুনর্বাসনের দাবি তুলে ওই এলাকায় যান বৃহত্তর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পরিমল মিত্র , সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরী, এক নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সঞ্জয় পাঠক সহ অন্যান্যরা।

এদিন রেলকর্তাদের সাথে পুরো এলাকা তারাও ঘুরে দেখেন। তাদের দাবি ব্যবসায়ীদের অনৈতিকভাবে উচ্ছেদ করা যাবে না। যদি তাদের এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তবে তাদের পুনর্বাসন দিতে হবে। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করে তবেই কোন সিদ্ধান্ত নেবে রেল এমনটাই দাবি তোলেন তারা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পরিমল মিত্র বলেন, বহু বছর ধরে এখানে এই ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করছেন ফলে অস্থায়ীভাবে এখানে যারা ব্যবসা করছেন তাদেরকে কোনভাবেই অনৈতিকভাবে উচ্ছেদ করা যাবে না। তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলে এই কাজে ব্যবসায়ীদের কোন সমস্যা নেই।

অন্যদিকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের IRSEE কমল সিং বলেন, আপাতত পার্কিং তৈরি করার জন্য জায়গা দেখা হচ্ছে। সকলের সঙ্গে আলোচনা করেই এই কাজ শুরু করা হবে।

৬ দলীয় ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন পঞ্চমী সংঘ

পার্থ নিয়োগী: কিশোর সংঘ আয়োজিত সত্যদেও সিং ও গৌরাঙ্গ সাহা ট্রফি ৬ দলীয় ভলবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল পঞ্চমী সংঘ ঝুড়িপাড়া। ২৬ জানুয়ারি রাতে ফাইনালে তারা ২৫-১৬, ২০-২৫, ২৫-২১, ২৫-২১ পয়েন্ট ব্যবধানে কোচবিহার নাট্যসংঘকে পরাজিত করে। এর আগে প্রথম সেমি ফাইনালে পঞ্চমী সংঘ ২-০ সেটে পরাজিত করে কোচবিহারের তেঁতুলতলাকে। অন্য সেমি ফাইনালে নাট্যসংঘ ২-০ সেটে দেবা স্পোর্টিংকে পরাজিত করে। ফাইনালের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন মিঠু হোসেন। ফাইনালের সেরা ডিফেন্ডার নির্বাচিত হন বিকি সেন। প্রতিযোগিতার সেরা প্লেয়ার ও লিফটার নির্বাচিত হন পঞ্চমী সংঘের চন্দন দাস। ফেয়ার প্লে ট্রফি পায় দেবা স্পোর্টিং। পুরস্কার তুলে দেন দিনহাটা পুরসভার পুরপতি গৌরিশঙ্কর মাহেশ্বরী, দিনহাটা থানার আইসি সুরোজ থাপা।

চ্যাম্পিয়ন নাট্য সংঘ

পার্থ নিয়োগী: প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জিরানপুর ইয়ংস্টার ক্লাব আয়োজন করেছিল ৮ দলীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল নাট্যসংঘ। ফাইনালে তারা ১৩-২৫, ২৫-২১, ১৫-৯ পয়েন্ট ব্যবধানে নিশিগঞ্জ ইউনিটকে পরাজিত করে। ফাইনালের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন নাট্য সংঘের আশরাফুল মিয়াঁ। নিশিগঞ্জ ইউনিটের বিট্টু বর্মন প্রতিযোগিতার সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন।

জিতল এসডিপিও একাদশ

বিশেষ সংবাদদাতা: গত ২৬ জানুয়ারি মাথাভাঙা এসডিপিও একাদশ এক প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে ৮ উইকেটে মাথাভাঙা এসডিও একাদশকে পরাজিত করে। খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় মাথাভাঙা এ-টিম মাঠে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মাথাভাঙা এসডিও একাদশ ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ৯৬ রান করে। সৌগত সাহা সর্বোচ্চ ৪১ রান করেন। দুলাল বর্মন ২৫ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে এসডিপিও একাদশ ১০। ৫ ওভারে ২ উইকেটের বিনিময়ে ৯৭ রান তুলে ম্যাচে জয় তুলে নেয়। রাজু বর্মন সর্বোচ্চ ৪৫ রান করেন।

তুমুল উন্মাদনায় কোচবিহারে অনুষ্ঠিত হল উত্তরবঙ্গের প্রথম হেরিটেজ ট্রেজার হান্ট

পার্থ নিয়োগী: দেশ বিদেশের বিভিন্ন হেরিটেজ শহরে এই ধরনের রেসের কথা এতদিন দেখা গেছে সংবাদপত্রের পাতায় কিংবা টিভির পর্দায়। আর এবার সেটা চাক্ষুস করা গেল একদম আমাদের প্রিয় কোচবিহার শহরের বুকে। গত ৪ ফেব্রুয়ারি এই ঐতিহাসিক রানের সাক্ষী হয়ে থাকল কোচবিহারবাসী। আর এরজন্য অবশ্যই ধন্যবাদ প্রাপ্য আয়োজক কোচবিহার হেরিটেজ রাইডার সোসাইটির। কোচবিহার স্টেডিয়ামে এই রেসে ফ্ল্যাগশিপ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, জেলাশাসক পবন কাদিয়ান। প্রথম বারেই এই ট্রেজার রান হয়ে উঠল আন্তর্জাতিক। ভুটান থেকে অংশ নিতে এসেছিল ১২ জন এবং বাংলাদেশ থেকে অংশ নিয়েছেন ১ জন। সব মিলিয়ে এই ট্রেজার রানে ৭৫ টি টুহুইলারে ১৫০ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল কোচবিহার পুরসভা, বেঙ্গল মোটর স্পোর্টস ক্লাব, কোচবিহার জেলা প্রশাসন, কোচবিহার জেলা পুলিশ। প্রথমে ৩৫ কিমি টাইম-স্পিড-ডিসট্যান্স রান হয়। এরপর হয় ১০ কিমি হেরিটেজ নিয়ে প্রশ্নের হার্ডল টপ। এই পর্বে উত্তীর্ণরা অংশ নেয় ট্রেজার রানে। সময়-গতি-দূরত্ব বিচার করে স্পিড-ডিসট্যান্স ফর্মাটে এই প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া প্রতিযোগীদের মধ্যে ছিল প্রবল উৎসাহ। শহরের বিভিন্ন স্থাপত্যের সূত্র প্রতিযোগীদের চিরকুটে লিখে খামে ভরে তুলে দেওয়া হয়েছিল। আর সেই সূত্র ধরেই ছুটতে হয়েছে প্রতিযোগীদের। প্রথমবারের এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হন শ্বেতা বোথরা শেঠিয়া ও আশিস বৈদ। দ্বিতীয় হন অনুপম সাহা ও বিক্রম সরকার। তৃতীয় স্থান অর্জন করেন প্রসেনজিৎ দাস ও অরিত্র বাগচী । আর এরা সকলেই ছিল কোচবিহার শহরের বাসিন্দা।

ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলে দিনহাটার তানিয়া

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহারের ক্রীড়াক্ষেত্রে এক বিশাল প্রাপ্তি ঘটল দিনহাটার তানিয়া কান্তির হাত ধরে। অনূর্ধ্ব ২০ ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলে সুযোগ পেয়ে কোচবিহারকে গর্বিত করল সে। এবার ভারতীয় দলের হয়ে সে বাংলাদেশে যাচ্ছে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে। দিনহাটা শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে তাঁর বাড়ি। তাঁর এই খবর শুনে স্বাভাবিকভাবেই তানিয়ার জন্য উচ্ছ্বাস আর ধরছে না দিনহাটার। ছোটবেলা থেকেই ফুটবল নিয়ে ছুটে বেড়াতে ভালবাসত সে। পরবর্তী সময়ে সেই ফুটবলই হয়ে উঠল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। তাঁর ফুটবল খেলাকে অনেকেই কটাক্ষ করত। কিন্তু সেদিকে একটুকুও ফিরে তাকায়নি সে। এর আগে অনূর্ধ্ব১৭ মহিলা ফুটবল দলেও সুযোগ পেয়েছিল সে। করোনা সময়কালে একাই অনুশীলন চালিয়ে গেছে সে। আর তারই পুরস্কার পেল সে হাতেনাতে এবার। বাবা ভজন কান্তি পেশায় গাড়িচালক, মা শম্পা কান্তি গৃহবধূ। বাড়িতে আরও তিন বোন আছে তানিয়ার। একচালার বাড়িতে তাঁর বসবাস। বাড়ির লোকেদের কাছে জানা গেল বাড়িতে এলেও অনুশীলন বাদ দেয় না তানিয়া। বাড়ির সামনেই তাদের সংহতি ময়দান।এই সংহতি ময়দানেই তানিয়ার ফুটবলে হাতেখড়ি । দিনহাটা গার্লস হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন তানিয়া। হলদিবাড়িতে এক ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়ে ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীর নজরে পড়ে তানিয়া। সেটাই তাঁর ফুটবল জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। এরপর আসানসোলের এমআরবিসি ক্লাব তানিয়ার অনুশীলন ও পড়াশোনার দায়িত্ব নেয়। সে সময়ই কলকাতার লিগে খেলার সুযোগ পান তিনি। এরপর কর্ণাটক ফুটবল লিগে খেলার সুযোগ আসে তাঁর সামনে। সেখানে ভালো খেলার সুবাদে সেবারই অনূর্ধ্ব১৭ বাংলা মহিলা ফুটবল দলেও সুযোগ পায় সে। বাংলার হয়ে ভালো খেলার জন্যই ২০২২ এর শেষের দিকে ভারতীয় মহিলা ফুটবল টিমের ক্যাম্পে সুযোগ পাওয়া ২১ জন এর মধ্যে অন্যতম ছিল তানিয়া। আর উত্তরবঙ্গের একমাত্র মহিলা ফুটবলার হিসেবে তানিয়া এবারের অনূর্ধ্ব ২০ ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলে সুযোগ পান। আগামীদিনে ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম মুখ হয়ে উঠবে তানিয়া এটাই আশা করছে উত্তরবঙ্গের মানুষ।

হলদিবাড়ি উৎসবের দাবা ও ক্যারম

বিশেষ সংবাদদাতা: হলদিবাড়ি উৎসবের অঙ্গ হিসেবে দাবা প্রতিযোগিতায় জুনিয়র বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল প্রমথ শর্মা এবং রানার্স হল হার্দিক মজুমদার। সিনিয়র বিভাগে দাবায় চ্যাম্পিয়ন হল অতনু দাশগুপ্ত ও রানার্স হল সৌগত ঘোষ। অন্যদিকে উৎসবের ১৬ দলীয় ক্যারমে চ্যাম্পিয়ন হল সৌগত ঘোষ ও শুভাশিস মিত্র। রানার্স হন শুভম ঘোষ ও হীরালাল বাসফোর। পুরস্কার তুলে দেন হলদিবাড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান শংকরকুমার দাস, ভাইস চেয়ারম্যান অমিতাভ বিশ্বাস।

অনূর্ধ্ব ১৮ আন্তঃ জেলা ক্রিকেট কোচবিহারে অনুষ্ঠিত হল

পার্থ নিয়োগী: ক্রিকেট অ্যাশসিয়েশন অফ বেঙ্গল পরিচালিত এবং কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় অনূর্ধ্ব ১৮ আন্তঃ জেলা ক্রিকেটের কয়েকটি খেলা কোচবিহার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হল। গত ২৮ জানুয়ারি থেকে এই টুর্নামেন্ট শুরু হয়। টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন জেলাশাসক পবন কাদিয়ান। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুব্রত দত্ত, কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট সচিব রবীন চট্টোপাধ্যায়। প্রথম খেলায় হুগলির মুখোমুখি হয় দক্ষিন ২৪ পরগণা। দুই দিনের খেলায় প্রথম দিন টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে হুগলি ৫৯.৩ ওভারে ২২০ রানে অল আউট হয়। হুগলির হয়ে সুমিত মন্ডল সর্বোচ্চ ৫০ রান করেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণার রামিজ রাজা ৫০ রানে ৪ টি উইকেট পান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রথম দিনের শেষে ২২ ওভারে ৫ উইকেটে ১০৩ রান করে। দ্বিতীয় দিনের শুরু থেকে হুগলির বোলিং দাপটে ৪৩.৫ ওভারে ১৬০ রানে গুটিয়ে যায়। ২ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার ভেনুর দ্বিতীয় ম্যাচে দক্ষিণ ২৪ পরগণার মুখোমুখি হয় মেদিনীপুর। এই খেলায় মেদিনীপুর ৬ উইকেটে দক্ষিণ ২৪ পরগণাকে পরাজিত করে। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণ ২৪ পরগণা ব্যাট করতে নেমে ৩৩.৫ ওভারে ১০০ রানে অলআউট হয়ে যায়। এরপর ব্যাট করতে নেমে মেদিনীপুর ৩০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা হন মেদিনীপুরের রোহন দাস।

প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে ভারতীয় ডেফ ক্রিকেট টিমে জায়গা করে নিলেন জটেশ্বরের মুন্না

আলিপুরদুয়ার: তিনদেশীয় ডেফ ক্রিকেট সিরিজে ভারতীয় দলে সুযোগ পেলেন আলিপুরদুয়ার জেলার মুন্না সরকার। ২৯জানুয়ারি প্রকাশিত তালিকায় দেখা গেছে বাংলা থেকে তিনজন ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন। এই তিনজনের মধ্যে বোলার হিসেবে রয়েছেন ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বরের মুন্না সরকার।

আদি বাড়ি জটেশ্বরে হলেও বর্তমানে মুন্না ও তার পরিবার শিলিগুড়ির বাসিন্দা। বাবা মাধব সরকার একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত। ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটের প্রতি ছিল মুন্নার বিশেষ আগ্রহ। তাঁর স্বপ্ন ছিল একদিন তিনি দেশের হয়ে মাঠে নামবেন। কিন্তু ২০০২ সালে হঠাৎই হয় ছন্দপতন। তিনদিনের জ্বরে শোনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন মুন্না। বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করে কোন কাজ না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে ভেলোরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন হিয়ারিং নার্ভ ক্ষতি হওয়ায় তিনি শুনতে পাচ্ছেন না। এত কিছুর পরেও তিনি এতটুকু হতাশ হননি। দ্বাদশশ্রেণি পর্যন্ত জটেশ্বরে হাইস্কুলে ভোকেশনাল নিয়ে পঠন-পাঠনের পর শিলিগুড়ি পলিটেকনিক থেকে সিভিল ইঞ্জিনিরিং সেকেন্ড ইয়ার পর্যন্ত পড়ার পর পুরোপুরি ক্রিকেটে মনোনিবেশ করেন তিনি।

২০১৮ সালে বেঙ্গল ডেফ ক্রিকেটে টিমে অনুশীলন শুরু করেন তিনি। এর কিছুদিন পরেই সিএবি-র দ্বিতীয় ডিভিশন ক্রিকেট লিগে খেলার সুযোগ আসে জীবনে। বাংলাদেশে বেঙ্গল ডেফ ক্রিকেটে টিমের হয়ে ২০১৯ সালে খেলছেন মুন্না। ২০২২ সালে ডেফ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়াম লিগেও খেলেছিলেন তিনি। এবার আলিপুরদুয়ার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মিলন সংঘের জার্সিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। এছাড়া জলপাইগুড়ি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে নেতাজী মর্ডান ক্লাবের হয়ে খেলেছেন মুন্না। বর্তমানে শিলিগুড়িতে জাভেদ ক্রিকেটে অ্যাকাডেমির হয়ে প্র্যাকটিস করেন।

আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সঞ্চয় ঘোষ বলেন, জেলার ক্রিকেট মহলের কাছে এটা সত্যি আনন্দের খবর। ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়াটা সত্যিই খুব কঠিন ব্যাপার।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96